দাদা ভগবান প্ররূপিত

জগত কর্তা কে?

Bengali

দাদা ভগবান প্ররূপিত

জগত কর্তা কে ?

মূল হিন্দি সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমীন

বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

Publisher : Shri Ajit C. Patel
Dada Bhagwan Vignan Foundation
1, Varun Apartment , 37, Shrimali Society,
Opp. Navrangpura Police Station,
Navrangpura, Ahmedabad: 380009.
Gujarat , India.
Tel.:` +91 93 2866 1166 / 93 2866 1177

© Dada Bhagwan Foundation,
5, Mamta Park Society, B\h. Navgujrat College,
Usmanpura, Ahmedabad - 380014, Gujarat, India.
Email : info@dadabhagwan.org
Tel. : +91 93 2866 1166 / 93 2866 1177
No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission from the holder of the copyrights.

ভাব মূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছু জানি না' এই জাগৃতি

দ্রব্য মূল্য : ২৫ টাকা

প্রথম মুদ্রন : নভেম্বর, ২০২০

প্রথম সংস্করণ : ৫০০

মুদ্রক : অম্বা অফ্‌সেট
বি-৯৯, ইলেক্ট্রনিক্স্ জি.আই.ডি.সি.
কে-৬ রোড, সেক্টর-২৫
গান্ধীনগর -৩৮২০৪৪
E-mail : info@ambaoffset.com
Website : www.ambaoffset.com

ফোন : (079) 35002142

ত্রিমন্ত্র

নমো অরিহন্তাণম্

নমো সিদ্ধাণম্

নমো আয়রিয়াণম্

নমো উবজ্ঝায়াণম্

নমো লোয়ে সব্বসাহূণম্

এ্যাসো পঞ্চ নমুক্কারো ;

সব্ব পাবপ্পনাশণো

মঙ্গলাণম্ চ সব্বেসিম্ ;

পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ॥ ১ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ২ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান কে ?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬ টার সময়, ভিড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্লেটফর্ম নম্বর ৩ এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহ মন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে অনেক জন্ম ধরে ব্যক্ত হবার জন্য আতুর 'দাদা ভগবান' পূর্ণ রূপে প্রকট হলেন আর প্রকৃতি রচনা করলেন অধ্যাত্মের এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য ! এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হলো ! 'আমি কে ? ভগবান কে ? জগত কে চালায় ? কর্ম কি ? মুক্তি কি ?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্পূর্ণ রহস্য প্রকট হলো । এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বের সন্মুখে এক অদ্বিতীয় সম্পূর্ণ দর্শন প্রস্তুত করল যার মাধ্যম হলেন শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, গুজরাটের চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরণ গ্রামের পাটিদার, যিনি কন্ট্রাকটরি ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী ছিলেন !

ওনার যা প্রাপ্ত হয়েছিল, সেভাবে কেবল দুই ঘন্টাতেই অন্য মুমুক্ষুদেরও এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন, ওনার অদ্ভুত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা । একে অক্রমমার্গ বলা হয় । অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের, ক্রম অর্থাৎ সিঁড়ির পর সিঁড়ি, ক্রমানুসারে উপরে ওঠা । অক্রম অর্থাৎ লিফ্ট মার্গ, সংক্ষিপ্ত রাস্তা !

উনি স্বয়ংই সবাইকে 'দাদা ভগবান কে ?' এই রহস্য জানাতেন । উনি বলতেন "যাকে আপনারা দেখছেন সে দাদা ভগবান নন, সে তো 'এ. এম. প্যাটেল'; আমি জ্ঞানী পুরুষ আর ভিতরে যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান' । দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ । উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যে আছেন । আপনার মধ্যে অব্যক্ত রূপে আছেন আর 'এখানে' আমার মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়ে গেছেন । দাদা ভগবানকে আমিও নমস্কার করি ।"

'ব্যবসাতে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্মতে ব্যবসা নয়', এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন । জীবনে কখনও উনি কারো কাছ থেকে কোন অর্থ নেন নি উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদেরকে তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন ।

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিংক

"আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। তার পরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না ?"

দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রামে-গ্রামে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবহেন অমীন (নীরুমা)-কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহবিলয়ের পর নীরুমা একই ভাবে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরুমার উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমুক্ষুদের আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন যা নীরুমার দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমুক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব করে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী সিদ্ধ হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ-এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

নিবেদন

জ্ঞানী পুরুষ পরমপূজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহার জ্ঞানের সম্বন্ধীয় যে বাণী নির্গত হয়েছিল, তা রেকর্ড করে সংকলন তথা সম্পাদনা করে পুস্তক রূপে প্রকাশিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্গত সরস্বতীর অদ্‌ভুত সংকলন এই পুস্তকে হয়েছে, যা নব পাঠকদের জন্য বরদান রূপে সিদ্ধ হবে।

প্রস্তুত অনুবাদে এ বিশেষ ধ্যান রাখা হয়েছে যে পাঠকদের দাদাজীরই বাণী শুনছেন, এমন অনুভব হয়, যার জন্য হয়তো কোন জায়গায় অনুবাদের বাক্য রচনা বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু সেই স্থলে অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করে পড়লে অধিক লাভদায়ক হবে।

প্রস্তুত পুস্তকে অনেক জায়গায় কোষ্টকে দেওয়া শব্দ বা বাক্য পরম পূজ্য দাদাশ্রী দ্বারা বলা বাক্যকে অধিক স্পষ্টতাপূর্বক বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। যখন কি কোন জায়গায় ইংরেজি শব্দকে বাংলা অর্থ রূপে রাখা হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত কিছু গুজরাটি শব্দ যেমন তেমনই *ইটালিক্সে* রাখা হয়েছ, কারণ এই সব শব্দের জন্য বাংলায় এমন কোন শব্দ নেই, যে এর পূর্ণ অর্থ দিতে পারে। তবুও এইসব শব্দের সমানার্থী শব্দ অর্থ রূপে কোষ্ঠকে দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদিত করার প্রয়ত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞানের সঠিক আশয়, যেমনকার তেমন, আপনার গুজরাটি ভাষাতেই অবগত হতে পারে। যিনি জ্ঞানের গভীরে যেতে চান, জ্ঞানের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান, সে এর জন্য গুজরাটি ভাষা শিখে নেবেন, এটাই আমাদের বিনম্র অনুরোধ।

অনুবাদ সম্পর্কিত অসম্পূর্ণতার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

****

সম্পাদকীয়

অনাদি কাল থেকে মনুষ্য জগতের বাস্তবিকতা জানার প্রয়ত্ন করে আসছে কিন্তু সে সত্য জানতে পারে নি। মুখ্যতঃ বাস্তবিকতাতে আমি কে, এই জগত কে চালাচ্ছে তথা এই জগতের রচয়িতা কে, এসব জানতে হবে। প্রস্তুত সংকলনে প্রকৃত কর্তা কে, এই রহস্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

সাধারণতঃ ভাল হয় তো 'আমি করেছি' মেনে নেয় আর খারাপ হলে অন্যের উপর আক্ষেপ দিয়ে দেয় যে 'এ নষ্ট করে দিয়েছে।' নয় তো 'আমার গ্রহদশা খারাপ হয়ে গেছে' বলবে আর তো 'ভগবান করেছেন' এমন ও আক্ষেপ দিয়ে দেয়। এই সব রং বিলীফ। ভগবান কি পক্ষপাতী যে আপনার ক্ষতি করবেন ?

এই জগত কে বানিয়েছেন ? যদি সৃষ্টিকর্তা থাকে তো তাকে কে বানিয়েছেন ? আবার তাকে ও কে বানিয়েছেন। অর্থাৎ তার কোন অন্তই নেই। আর দ্বিতীয় এই প্রশ্ন উপস্থিত হবে যে, জগত তাঁকে বানানোর ছিল, তো ফের এ কেমন জগত বানিয়েছেন যেখানে সবাই দুঃখী ? কারোর ই সুখ নেই। তাঁর মজা আর আমাদের সাজা, এটা কেমন ন্যায় ?!

এই বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে বিশ্বে শাশ্বত তত্ত্ব আছে। শাশ্বত অর্থাৎ যার সৃষ্টি নেই আর বিনাশ ও নেই অর্থাৎ অনাদি-অনন্ত। আমাদের ভিতরের আত্মা ও শাশ্বত। এই জগত কেউ বানায় নি, তার নাশ ও নেই। এই জগত ছিল, আছে আর থাকবে। তাকে বানানোর কোথায় দরকার ? এই বিশ্ব স্বয়ম্ভূ আর স্বয়ং সঞ্চালিত হয়। ভগবান এতে কিছু করেন নি, সে তো জ্ঞাতা-দ্রষ্টা-পরমানন্দী।

এই কালে কর্তা সম্বন্ধী সিদ্ধান্ত প্রথম বার বিশ্বকে যথার্থ স্বরূপে পরম পূজ্য দাদা ভগবান দিয়েছেন আর সেটা এই যে, এই জগতে কোন স্বতন্ত্র কর্তা নেই। এই জগতের রচনাকর্তা বা নিয়ন্ত্রণকর্তা বলে এমন কেউ নেই। এই জগত চলছে সে সাইন্টিফিক্ সারকাম্স্টেন্সিয়াল এভিডেন্স্-এর জন্য চলছে। যাকে পরম পূজ্য দাদাশ্রী 'ব্যবস্থিত শক্তি' বলেন।

জগতে কোন স্বতন্ত্র কর্তা নেই কিন্তু সব নৈমিত্তিক কর্তা, সব নিমিত্ত। গীতাতে ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন যে হে অর্জুন ! তুই এই যুদ্ধে নিমিত্ত মাত্র, তুই যুদ্ধের কর্তা নয় ।

পরম পূজ্য দাদাশ্রী অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে নৈমিত্তিক কর্তার সিদ্ধান্ত বুঝিয়েছেন। এক কাপ চা বানাতে হয় তো ? কেউ বলবে, আমি চা বানিয়েছি... কিন্তু বাস্তবিকতাতে দেখতে যাও তো জল, চিনি, চা পাতা, দুধ, বাসন, স্টোভ, দেশলাই, কাপ, কত রকমের জিনিস হলে তবে এক কাপ চা তৈয়ার হবে। তাহলে চা কে বানিয়েছে ? Only Scientific Circumstantial Evidence (কেবল বৈজ্ঞানিক অবস্থাগত তথ্য) থেকে হয়েছে। এ তো অজ্ঞানতাতে, ভ্রান্তিতে অহংকার করে যে আমি করেছি। কিন্তু সমস্ত সংয়োগের জন্য যে কোন কার্য্য হয়।

প্রস্তুত পুস্তিকাতে কর্তার রহস্য পরম পূজ্য দাদাশ্রীর সোজা, সরল ভাষায় অন্তরে বসে যায়, এমন ভাবে বোঝানো হয়েছে।

-ডাঃ নীরুবেন অমীন-এর জয় সচ্চিদানন্দ

জগত কর্তা কে ?

Puzzlesome এর বাস্তবিকতা

দাদাশ্রী : এই জগতের ক্রিয়েটর (রচয়িতা) কে কখনো দেখেছিলে ?

প্রশ্নকর্তা : ফটোতে দেখেছি ।

দাদাশ্রী : এই জগতের ক্রিয়েটর কে ? ক্রিয়েটর-এর ফটো হয় না । ফটো তো, কোন লোক এখানে আছেন যাকে সব লোকেরা বলে যে 'ইনি ভগবান হয়ে গেছেন', তাহলে তাঁর ফটো হবে । ক্রিয়েটর তো বড় জিনিস ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আমাদের এ বুঝতে হবে যে এই সব মিথ্যা ?

দাদাশ্রী : মিথ্যা তো নয় । মিথ্যা কাকে বলা হয় যখন এখানে জল নেই, কিন্তু জল দেখা যায় । এমন এই জগত মিথ্যা নয় । জগত ও করেক্ট (সত্য) আর আত্মা ও করেক্ট । The World is correct by relative viewpoint and Atma is correct by real view point (জগত সত্য আপেক্ষিক দৃষ্টিকোণে আর আত্মা সত্য বাস্তবিক দৃষ্টিকোণে). তুমি বুঝতে পারলে তো ?

প্রশ্নকর্তা : রিয়েল (বাস্তবিক) আর রিলেটিভ (আপেক্ষিক)-এর কি ভেদ?

দাদাশ্রী : রিয়েল, তাকে কোন জিনিসের আধার চাই না । সে নিজে নিজের আধারে হয় । অন্যের আধারে আছে, সেইসব রিলেটিভ । একে অন্যের আধারে রিলেটিভ থাকে । All these are temporary adjustment & real is permanent (এই সমস্ত কিছু অস্থায়ী সমন্বয় আর বাস্তবিক স্থায়ী হয়).

প্রশ্নকর্তা : যখন পর্যন্ত আত্মা আছে, তখন পর্যন্ত জানা যায় যে মানুষ জীবিত আছে । কিন্তু মানুষের অন্ত তো হয় ই না, শেষ পর্যন্ত ?

দাদাশ্রী : মানুষের অন্ত নেই ? তো এই গাধা, কুকুর এই সবের অন্ত আছে ?

প্রশ্নকর্তা : কারো অন্ত হয় না ।

দাদাশ্রী : তো এই পাঁজল (ধাঁধা), পাঁজলই থাকবে ? পাঁজল কি সমাধান হবে না ? যদি কারো অন্ত নেই তো এ পাঁজল সমাধান হতে পারে না। তোমার কখনো পাঁজল হয় নি ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : তাহলে কি এই পাঁজলের অন্ত কখনো আসবে না ? দ্যাখ, কথাটা এমন, পাঁজল শব্দই এমন যে সে নিজেই সমাধান নিয়েই এসেছে। নয়তো পাঁজল শব্দই থাকবে না। প্রথমে সল্যুশন (সমাধান) আসে, তবেই পাঁজল নাম পরবে। এতে তুমি বুঝতে পারছ না এমন কিছু জিনিস আছে ? তোমার বোঝার ইচ্ছা আছে কিন্তু বুঝতে পারছ না তো এমন সব কথা 'জ্ঞানী পুরুষ' কে জিজ্ঞাসা করে নেবে। 'জ্ঞানী পুরুষ' সব কিছু জানে, জগতের সব জিনিস সে জানে।

প্রশ্নকর্তা : এই জগত কে বানিয়েছেন ? তিনি সাকার না নিরাকার ?

দাদাশ্রী : দ্যাখ না, যিনি জগত (ওয়ার্ল্ড) বানিয়েছেন, সে সাকার ও নন আর নিরাকার ও নন। 'The world is the puzzle itself ' (এই পৃথিবী নিজেই এক পাঁজল) .

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এসব ইশ্বরই করান ?

দাদাশ্রী : ইশ্বর করান না। ইশ্বর এতে হাতই দেন না। ইশ্বর হাত দেয় তবে তাঁর দায়িত্ব, ফের আমাদের দায়িত্ব কিছু নেই, তাতেই আমরা ছাড়া পেয়ে যাব। সেই যে দ্বিতীয় শক্তি কাজ করে, ও আমি বলে দিই। ভগবান তো ভগবানই। ভগবান তো কখনো সংসারে হাতই দেন নি। সে তো সংসার কিভাবে চলছে, সেই সব দেখতে থাকেন আর স্বয়ং পরমানন্দে থাকেন।

বৈষয়িকতাতে বলে যে এই সব ভগবান সৃষ্টি করেছেন আর অন্যদিকে বলে যে মোক্ষ ও আছে। অর্থাৎ মোক্ষে ও যাওয়া যায়। আরে, মোক্ষ আর ভগবান সব সৃষ্টি করেছেন, এই দুটো বিপরীত কথা। যদি মোক্ষ আছে, তো ভগবানের আবশ্যকতা নেই আর ভগবান সৃষ্টি করেন তো মোক্ষের আবশ্যকতা নেই। মোক্ষ আর ভগবান উভয় এক সঙ্গে হতে পারে না। যদি ভগবান সব সৃষ্টি করেছেন, তো সে আমাদের *উপরী* (মালিক) হল। কিন্তু এমন নয়।

আমাদের আন্ডারহেন্ড (নিচের কাজের লোক) কেউ নেই আর *উপরী* ও কেউ নেই । তো ফের এই জগত কে সৃষ্টি করেছেন ? রচয়িতা ব্যতীত তো কিছু হয়ই না তো ?

প্রশ্নকর্তা : আমাদের হিন্দুস্থানে লোকে তাঁকে 'ভগবান' বলে আর সব বৈজ্ঞানিকেরা তাকে প্রকৃতি বলে । কিন্তু কোন শক্তি নিশ্চয় আছে যে এই সব সঞ্চালন করছে ।

দাদাশ্রী : কন্ট্রোল তো কেউ করেই না । এ তো শুধু কম্প্যুটার । সেই কম্প্যুটার-ই জগতকে চালাচ্ছে ।

প্রশ্নকর্তা : কম্প্যুটার-কে কে চালায় ?

দাদাশ্রী : তাকে চালানোর কোন আবশ্যকতাই নেই । এমনিই চলে । এই যে সবার মস্তিষ্ক আছে, ও ছোট কম্প্যুটার আর যে জগতকে চালায় ও বড় কম্প্যুটার । ছোট কম্প্যুটার থেকে সব হিসাব বড় কম্প্যুটার-এ চলে যায় ।

এখন তো তুমি বল যে আমি চালাই, আমি এই করেছি , কিন্তু তোমার কে চালায় ?

প্রশ্নকর্তা : এমনি তো আমাদের ভগবান চালায় ।

দাদাশ্রী : ভগবান করে, তো তুমি কেন কর ? যদি ভগবান করে তো তুমি কর্তা পদ ছেড়ে দাও আর তুমি কর তো ভগবানের কথা ছেড়ে দাও । ভগবান বলেছেন যে আমি কর্তা নই, সর্ব জীব কর্তা । গরু-মোষ সবকিছু নিজে নিজেরটাই করে, কেননা ওদেরকে মস্তিষ্ক দিয়েছে । ওরা মস্তিষ্ক দ্বারা সঞ্চালিত হয় । সমস্ত জীবকে মস্তিষ্ক দিয়েছে । যেমন মস্তিষ্ক ওদের চালায়, তেমনই চলে, বস ! ভগবান এতে হাত দেয় না । ভগবান তো তোমাকে প্রকাশ দেবে, অন্য কিছু না । বাকি মাথাপচ্চী তুমি কর । মস্তিষ্ক তো দিয়েছে সবাইকে । গরু, ছাগল, মোষ সবাইকে মস্তিষ্ক দিয়েছে । ওরা নিচে নামে, ওপরে ওঠে, ওরা বুদ্ধিতে চলে, ভগবান চালায় না ।

এই বৈজ্ঞানিকরা আমাদের বলে যে God is not creator of this world, (ভগবান এই জগতের রচয়িতা নয়) এমন আমাদের মনে হয় । কারণ এমন অনুসন্ধান হয়ে গেছে যে আমরা কিছু করতে পারি । তো আমি বলে দিই

'আপনারা কিছু করতে পারেন কিন্তু কত দূর ? এর সীমা আছে। কি আছে ? যেখান পর্যন্ত বুদ্ধি যাবে সেখান পর্যন্ত। বুদ্ধি দ্বারা কেউ বেশী দূর যেতে পারে না। বুদ্ধিতে চলে। এদিকে ভগবানের কোন হাত নেই। দ্যাখ না, জগতের লোকেরা মানে যে ভগবান সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এমন সব লোকেরা, বাচ্চারাও জানে। সেই কথা সত্য নয়, বাস্তবিক নয়। ও সব লৌকিক কথা। লৌকিক সামান্য লোকের জন্য। কিন্তু খোঁজ নেওয়া উচিত যে ফের সত্য কথাটা কি ? সে তো খোঁজ নেওয়া উচিত কি না ?

তোমার বাস্তবিক চাই না আর viewpoint (দৃষ্টিকোণ) এর কথা জানতে চাও তো সেটাও বলে দেব যে ভগবানই সব সৃষ্টি করেছেন আর ভগবানই সব চালায় আর তোমাকে কি করতে হবে তাও বলে দেব যে কিছু খারাপ হলে ভগবানের ইচ্ছা বলে দেবে। লোকসান হলে তা ও ভগবানের ইচ্ছা আর লাভ হলে তা ও ভগবানের ইচ্ছা। বাচ্চা জন্ম হলে তা ও ভগবানের ইচ্ছা আর বাচ্চা চলে গেলে তা ও ভগবানের ইচ্ছা। এমন সব বললে তোমার জীবন ভালো যাবে। এ রিলেটিভ কথা বলে। ওটা রিয়েল কথা, বাস্তবিক কথা তো বুঝতে পারবে না, সেইজন্য এই কথা বলে। এইটুকু কথা বুঝতে পার যে যা কিছু হচ্ছে সব ভগবানের ইচ্ছা, তাহলে অনেক হয়ে গেল।

Creation এর কর্তা কে ?

তুমি অধ্যাত্ম সম্বন্ধে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পার। সেই সবের সমাধান পেয়ে যাবে। তোমার পাজল হয় না ? প্রতিদিন সারা দিন সব লোকের পাজল-ই হয়। এই পাজলেই সব লোকেরা জড়িয়ে গেছে। তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইলে করতে পার, আমি সব সমাধান দেব। এই world itself puzzle (জগত স্বয়ং ধাঁধাস্বরূপ) হয়ে গেছে। আমি এই পাজলের সমাধান করেছি আর তোমাকেও সমাধান করে দেব।

God is in every creature whether visible or invisible, not in creation. (ভগবান প্রত্যেক জীবে বিদ্যমান, দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্য, সৃজনে নেই।) ভগবান ক্রিয়েচার (জীব)-এ আছে, ক্রিয়েশন (সৃজন)-এ নেই।

প্রশ্নকর্তা : ক্রিয়েশন কোথা থেকে এসেছে ?

দাদাশ্রী : ক্রিয়েশন তো মানুষের ইগোইজম (অহংকার) থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সব কিছু অহংকার থেকে উৎপন্ন হয়েছে, কেউ কর্তা নেই। জগতে ছটা সনাতন তত্ত্ব আছে, এদের বিশেষ পরিণাম থেকে এই জগত উঠে এসেছে।

প্রশ্নকর্তা : তো ফের আমরা ক্রিয়েশন-এর ব্যাপারে আবার চিন্তা করি যে অবশেষে ক্রিয়েশন কোথা থেকে হয়েছে ? তো ও কোন তত্ত্ব থেকে এর সৃষ্টি হল ?

দাদাশ্রী : সে আমি একটা কথাই বলেছি যে only scientific circumstantial evidence (কেবল বৈজ্ঞানিক অবস্থাগত তথ্য) থেকে এই জগত রচনা হয়ে গেছে। সাইন্টিফিক অর্থাৎ গুহ্য ! গুহ্য এভিডেন্স, গুহ্য সংযোগ থেকে, যা আমাদের উপলব্ধিতে ও আসে না, এমন সংযোগ থেকে এই সব হয়ে গেছে। তুমি এদিকে আমাকে আজ সাক্ষাৎ করেছ তাতে তোমার কি মনে হয় ? যে আমি ওখানে গেলাম আর আমাকে 'জ্ঞানী পুরুষ'-এর সাক্ষাৎ হল। দুটো কথাই তুমি বলবে। কিন্তু এর পশ্চাতে তো অনেক সংযোগ আছে। তুমি তো কেবল অহংকার কর, 'আমি গিয়েছি।'

প্রশ্নকর্তা : তো ফের অহংকার না করতে হয় তো এমন বলবো যে ভগবানের ইচ্ছা ছিল।

দাদাশ্রী : না, ও ভগবানের ইচ্ছা ছিল না। এমন ভগবান ইচ্ছুক হয়, তো ভগবানকে ভিখারী বলা হত। ভগবান তো ভগবানই, বীতরাগ। তাঁর কোন ইচ্ছা হয় না। ভগবানের কাছে কোন বস্তুর অভাব নেই।

জগত চালানোর ইচ্ছা কার ?

প্রশ্নকর্তা : এক মান্যতা এমন আছে যে ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া একটি পাতাও নড়ে না।

দাদাশ্রী : তাহলে চোর চুরি করে সে ও ভগবানের ইচ্ছায় করে ? ভগবানের ইচ্ছা বিনা এই সব নড়ে কি না ? পাতা কি গাছ ও নড়ে। অরে, এই ভূমিকম্প ও হয়। এই সব কি ভগবানের ইচ্ছাতে হয় ?

প্রশ্নকর্তা : যতটুকু ভালো হয় সে শুধু ভগবানের ইচ্ছায় হয়। খারাপ হয়, তাতে ভগবানের ইচ্ছা থাকে না।

দাদাশ্রী : তাহলে খারাপ টা কার ?

প্রশ্নকর্তা : সে আমাদের মনে এমন শঙ্কা হয় সেইজন্য এমন মানতে হয়।

দাদাশ্রী : দ্যাখ, ভগবান কোথায় থাকেন ও তুমি জান না, ভগবান কি করেন তা তুমি জান না আর তুমি বলছ যে ভগবানের ইচ্ছা বিনা একটি পাতাও নড়ে না। এই যে সব পাতা নড়ে, ও কি ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নড়ে ? ভগবানের এমন কোন ইচ্ছা নেই। ইচ্ছা থাকলে তাকে ভগবান বলা যায় না। ভগবান ইচ্ছাহীন থাকেন। আমি 'জ্ঞানীপুরুষ' ও ইচ্ছাহীন তাহলে ভগবান কেমন ইচ্ছাহীন হবেন ! ভগবানের ইচ্ছা বিনা পাতাও নড়ে না, সেই কথা তোমার জন্য সত্য আর জগতের জন্য ও সত্য। কিন্তু তার আগে গেলে তো এই সব কথা ভুল প্রমানিত হবে। সত্যি কথা তো কিছু অন্যই। সেই সত্য কথা পুস্তকে সমাহিত হতে পারে না। ও তো অবর্ণনীয়, অব্যক্ত। এই সব লোকেরা কি বলে ? পয়সা উপার্জন করে তো আমি উপার্জন করেছি আর লোকসান হয় তো ভগবান করেছে, এমন বলে। লোকসানের জন্য এমন বলে না যে 'আমি লোকসান করেছি।' 'ভগবান আমার নষ্ট করেছে, আমার অংশীদার ভালো না,' এমন বলে। না হলে বলবে, আমার গ্রহ ভালো না, আমার ছেলের বিয়ে হয়েছে তো বৌ আমাদের এখানে এসেছে, সেদিন থেকে আমরা সব দুঃখী, দুঃখী হয়ে গেছি, ওর পদার্পণ ভালো না।'

কত কিছু আক্ষেপ করে ! আবার দ্বিতীয় বার মনুষ্য জন্ম ও না মেলে এমন আক্ষেপ করে। এমন করতে হয় না। কারো উপর আক্ষেপ করতে হয় না। কাউকে দুঃখ দিতে হয় না। পুণ্যের উদয় হয়, তখন তুমি যা কিছুই কর তাতে ভালই-ভাল হবে আর পাপের উদয় আসে তখন ভাল করলেও খারাপ হয়ে যাবে।

ভগবান এমন প্রেরক হয় না । যদি ভগবান প্রেরক হত তাহলে চোর ও এমন বলবে যে ভগবান আমাকে প্রেরণা দিয়েছে । ভগবান যে চুরি করার প্রেরণা দেয় সে ভগবান হতেই পারে না । দান দেবার প্রেরণা দেয় তো সে ভগবান হতে পারে না । কি চুরি করার প্রেরণা, দান দেবার প্রেরণা দেয় তো তাকে ভগবান বলা যায় ? করায় তাকে ভগবান বলা যায় ? কিন্তু লোকেরা ভগবান কে প্রেরক বলে ।

লোকে তো অনেক কিছু ভগবান কে বলে । কেউ কর্মের ফল দাতা বলে। কর্ম করি আমি আর ফল ভগবান দেবে ? নয় তো, ভালো করে তো ভগবান করেছে আর খারাপ করে তাহলেও ভগবান করেছে, এমন বলে দাও ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আমি এমন বলি যে ভালো ভগবান করায় আর খারাপ শয়তান করায় ।

দাদাশ্রী : কোন শয়তান জগতে হয় ই না । দুই রকমের বুদ্ধি হয় । এক সদ্‌বুদ্ধি হয় আর এক কুবুদ্ধি হয় । কুবুদ্ধিকে শয়তান বলে আর সদ্‌বুদ্ধিকে ভগবান বলে ।

প্রশ্নকর্তা : একেবারে ঠিক কথা ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ভগবান কিছু করেন না । ভগবান তো বীতরাগ । ভগবান এতে হাতই দেন না । কেবল তাঁর উপস্থিতিতে সব চলছে । সে উপস্থিত না হয় তো চলে না । এই শরীরে তাঁর উপস্থিতি আছে, তো এই সব চলছে । সে কিছু করেন না । সে তো শুধু প্রকাশ দেন । যে চুরি করতে চায় তাকেও প্রকাশ দেন আর যে দান দিতে চায় তাকেও প্রকাশ দেন । ভগবান অন্য কিছু করেন না ।

ভগবান, ইচ্ছাশক্তিযুক্ত ?

আমার কোন জিনিসের আবশ্যকতা নেই । আমি কোন জিনিসের ইচ্ছা করি নি, কিন্তু সব জিনিস আমার কাছে নিজে নিজেই এসে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : সেটাও করে দেখেছি যে কোন জিনিসের ইচ্ছা করবো না তো সেসব নিজেই চলে আসবে, তবুও আসে না ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেটা এইজন্য যে ক্রেডিট সাইডে (পুণ্যের খাতায়) কিছু তো থাকতে হবে কি না ? আমি ইচ্ছা করি না তা ও সব আসে, তাহলে আমার ক্রেডিট সাইড (পুণ্য) কত বড় আছে !

ইচ্ছা করে তাকে শাস্ত্র কি বলে ? তাকে ভিখারী বলে। কত মনুষ্য পয়সার ভিখারী, কত স্ত্রী-বিষয়ের ভিখারী, কত মানের ভিখারী, কত কীর্তির ভিখারী, কেউ মন্দির বানানোর ভিখারী। সব ভিক্ষা, ভিক্ষা, ভিক্ষাই।

আমার কোন প্রকারের ভিক্ষা নেই, তো সমস্ত জগতের লাগাম আমার কাছে আছে। যার কোন প্রকারের ইচ্ছা নেই, তাকে সেই পদ মিলে যায়। যে পদ আমি পেয়েছি, সে পদ তুমিও পেতে পার। কিন্তু ভিখারীদের মেলে না।

প্রশ্নকর্তা : আমরা ভিক্ষা চাই তবুও আমাদের মেলে না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এর জন্য তোমার ক্রেডিট সাইড নেই। প্রথমে ক্রেডিট সাইড চাই। যতটুকু ক্রেডিট আছে, ততটা তোমার কোন অসুবিধা নেই। ভগবানের ইচ্ছা থাকে না। ভগবান তো ভগবান।

প্রশ্নকর্তা : তো ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও সব কার আছে ?

দাদাশ্রী : সে সব ভগবানের নেই। এমন কোন শক্তি ভগবানের নেই। ভগবানে ইচ্ছা শক্তিও নেই, ক্রিয়া শক্তিও নেই আর জ্ঞান শক্তিও নেই। তিনটে শক্তিই ভগবানে নেই। ভগবান তো কেবল বিজ্ঞান শক্তি, বস !

অন্ত, জগতের না 'ব্যবহার'-এর ?

প্রশ্নকর্তা : এই জগত কিভাবে জন্ম হল ? সর্ব প্রথমে কি জন্ম হয়েছিল?

দাদাশ্রী : প্রথম কেউ ছিলই না। এমনিতেই চলে আসছিল, অনাদি কাল থেকে চলে আসছে। প্রথম এমন কেউ ছিলই না। যে প্রথমে থাকে, তার অন্ত ও হয়। জগতের আদি ও নেই আর অন্ত ও নেই।

প্রশ্নকর্তা : যেমন যে বস্তু জন্ম হয়েছে তো তার বীজ তো প্রথমে বিদ্যমান ছিল কি না জগতে ?

দাদাশ্রী : সেই কথা বুদ্ধিজন্য, জ্ঞানজন্য নয়। খুদার জ্ঞানে কেউ প্রথম ছিলই না।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু খুদা মাটি, জল, অগ্নি আর বায়ু এই চারকে মিলিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছে কি না ?

দাদাশ্রী : না, খুদা এমন করলে তো সে তো মজদুর হয়ে যাবে, ফের মজদুর আর তাঁর মধ্যে কি পার্থক্য ? ঔলিয়া ও মজদুরী করে না।

প্রশ্নকর্তা : তো ফের এই জগত কি ?

দাদাশ্রী : তুমি কাকে জগত বল ? চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়, নাকে, জীভে আর স্পর্শে, তোমার পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমার যা অনুভব হয়, তাকে তুমি জগত বল ? সেই সব রিলেটিভ আর All these relatives are temporary adjustment. (এই সব সম্পর্কিত অস্থায়ী ব্যবস্থা)

প্রশ্নকর্তা : এই জগতের অন্ত আছে কি ?

দাদাশ্রী : না, এই জগতের অন্ত কখনো আসবে না। কিন্তু তুমি সমসরণ মার্গে চলছ, তার অন্ত এসে যাবে। যত মাইল তুমি চল, তত মাইল কম হয়ে যায় আর তার অন্ত ও আছে।

প্রশ্নকর্তা : সেই অন্তে কি আছে ?

দাদাশ্রী : অন্তে তুমি পার্মানেন্ট (অবিনাশী) হতে পারবে। এখন তো তুমি টেম্পোরারী (বিনাশী)। কারণ 'আমি রবিন্দ্র, আমি ডাক্তার' এমন সব রং বিলিফ্ (ভুল ধারণা) আছে।

প্রশ্নকর্তা : মৃত্যুর পর কোথায় যায় ?

দাদাশ্রী : এখানে এখন এগারো মাইলে আছে, তারা বারো মাইলে যায়। এখানে দশ মাইলে আছে, তারা এগারো মাইলে যায়। অন্য কোথাও যায় না, একই রাস্তা। যতটা রাস্তা সে পার করেছে, ততটা এগিয়ে চলে যায়। সবাই এগিয়েই যেতে থাকে। যখন এই রাস্তা পুরো হয়, তখন সে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। তখন পর্যন্ত স্বতন্ত্র থাকে না, পরবশই থাকে।

তোমার বস (মালিক) আছে ? বস আছে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবনে কত কষ্ট থাকে ? কত পরবশতা থাকে ?

প্রশ্নকর্তা : পছন্দ তো নয়।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফ (স্বতন্ত্র জীবন) চাই। এই জগত কেউ বানায় নি। The world is the puzzle itself. God has not puzzled this world at all . (জগত নিজেই একটা ধাঁধা। ভগবান জগতকে বিন্দুমাত্র বিভ্রান্ত করেন নি।) নিজেই, স্বয়ং ধাঁধা হয়ে গেছেন। তোমার ধাঁধাঁ হয় কি না ? কেউ বলে যে 'রবিন্দ্র ভাল লোক নয়।' এটা শুনলেই তোমার কিছু সমস্যা হয়ে যায় ?

প্রশ্নকর্তা : হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : কেন সমস্যা হয় ? কারণ এই জগত নিজেই একটা ধাঁধা।

দুর্ঘটনা কি ?

প্রশ্নকর্তা : যদি ভগবানের ইচ্ছা বলে মেনে নিই তো দুর্ঘটনা বলে কিছু হয় না।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু দুর্ঘটনা হয় ?

এই জগতে কখনো দুর্ঘটনা হয়ই না। দুর্ঘটনা হয়, এমন অবুঝ সাধারন লোকেরা বলে। কিন্তু বড় বুদ্ধিমান লোকেরা বলে না যে 'অরে, দুর্ঘটনা হয়ে গেছে !! যে কাঁচা বুদ্ধির লোক, সে বলে যে এটা দুর্ঘটনা, কিন্তু আসল বুদ্ধিমানেরা তো কখনো বলে না। দুর্ঘটনা তো কখনো হয়ই না। তুমি কি মনে কর, দুর্ঘটনা হয় কখনো ?

দুর্ঘটনা কাকে বলে ? An incident has so many causes and An accident has too many causes . তো দুর্ঘটনা (সাধারনত) কখনো হয়ই না। দুর্ঘটনা হয় তার তো কজেজ (কারণ) বেশী থাকে আর 'ইন্সিডেন্ট' তার কম কজেজ হয়। সারা দিন ইন্সিডেন্ট-ই থাকে। কখনো কখনো বেশী কজেজ হলে তাকে এক্সিডেন্ট বলে।

মুম্বাইতে হাইওয়ে ক্রস করার সময় কোন লোকের সামনে গাড়ি এসে গেলে গাড়ির ড্রাইভার কি বলবে যে আমি চেষ্টা করে একে বাঁচিয়ে দিলাম। কিন্তু সেই লোকটা বলবে যে না, আমিই এমন লাফ দিয়েছি যে বেঁচে গেলাম। এই দুজনের কথাই ভুল। একটু এগিয়ে গিয়েই সেই ড্রাইভারই আরেক জনের পা ভেঙ্গে দেয়। এমন কেমন রক্ষক এসেছে !!!

(সাধারনত) এক্সিডেন্ট কখনো হয়ই না। এ তো লোকেরা বুঝতে পারেনা সেইজন্য বলে যে এক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। সারা দিন ইন্সিডেন্ট (ঘটনা) -ই ঘটতে থাকে।

এই জগত, যোজনাবদ্ধ না এক্সিডেন্ট ?

মানুষ যতই অহংকার করুক, কিন্তু নেচার (প্রকৃতি)-এর যে প্লানিং (যোজনা) আছে, তাকে বদলাবার কেউ নেই। যদি প্লানিং বদলাতে পারতো তাহলে জগতে এক জন স্ত্রী ও থাকবে না। সব স্ত্রী পুরুষ হয়ে যাবে। কিন্তু কারো হাতে কিছু নেই।

যে নেচারের প্লানিং আছে না, সেই প্লানিং-এর হিসাবে সব হয়। নেচারের প্লানিং কেমন জিনিস যে হিন্দুস্থানে এতো স্ত্রী চাই, এতো পুরুষ চাই, এতো চুল কাটার লোক চাই, এতো সূত্রধর চাই, এতো কামার চাই। প্রত্যেক জিনিসের এমন সঠিক প্লেনিং আছে। ও কেউ বদলাতে পারে না।

প্রশ্নকর্তা : এসব কে ডিসাইড (নির্ণয়) করে ?

দাদাশ্রী : only scientific circumstantial evidence (কেবল বৈজ্ঞানিক অবস্থাগত তথ্য) আছে। হিন্দুস্থানে এত সৈনিক চাই, এত পুলিস চাই, নয় তো পুলিসের চাকরি কেউ করবেই না। এত ঘর বানানোর লোক চাই, এত উকিল চাই, এত ডাক্তার চাই। ডাক্তারের কামাই অনেক ভালো, তো সব লোক ডাক্তার হয়ে যেত। কিন্তু সব লোকেরা ডাক্তার হতে পারবে না। যা প্রকৃতির প্লানিং-এ নেই, সেটা কেউ করবেই না। প্রকৃতির প্লানিং-এ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। স্বয়ং ভগবান ও পরিবর্তন করতে পারে না। প্লানিং মানে প্লানিং !! সেই প্লানিং-এ সব কিছু আছে। প্রকৃতির প্লানিং এমন যে জগতে সব কিছু আছে।

কিন্তু নিজের প্রারব্ধ না হলে কিছুই পাওয়া যায় না। নয় তো প্রত্যেক জিনিস, যা তোমার আছে ততটা জিনিস এখানেই আছে। প্রকৃতির প্লানিং অনেক ভালো। তাতে কখনো কেউ বাড়াতে পারে না আর সেই প্লানিং-এর মধ্যেই থাকতে হয়। কিন্তু অহংকার করলে, তার দুঃখ হয়। যে অহংকার করে, তার বদলে তার দুঃখ আসে। তাতেও প্লানিং-এ তো কোন বদল হবে না।

প্রশ্নকর্তা : এই যে এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেন (বিমান) ভেঙ্গে পড়ে যায়, তাতে ২১৫ জন লোক মরে যায় তো তাতেও কোন প্লানিং হবে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সব প্লানিং। প্লানিং-এর বাইরে কিছু চলেই না। প্লানিং-এর বাইরে কোন জিনিস হয় না। একজেক্ট প্লানিং ! এমন এক্সিডেন্ট দেখে লোকের আশ্চর্য হয় যে, এ কি হয়ে গেল ? কিন্তু জানোয়ারদের কোন আশ্চর্য হয় না। কত গরুরা দেখে, গাধারা দেখে, কিন্তু ওদের কোন আশ্চর্য হয় না। সব চলতে থাকে। গরু, গাধা, এরা সবাই মানে যে প্রকৃতির প্লানিং-এর হিসাবে হয়েছে, এতে দেখার কি আছে !

জ্যোতিষজ্ঞানের সত্যতা

প্রশ্নকর্তা : আপনি কৃপা করেন তো আমি জ্যোতিষের অর্থ কি ও জানতে চাই।

দাদাশ্রী : এই জগতকে ভগবান চালায় না, অন্য শক্তি চালায়। সেইজন্য আমাদের জ্যোতিষজ্ঞান সত্য। যদি ভগবান চালাতো আর কোন লোক খুব ভক্তি করে তো জ্যোতিষ ভুল প্রমাণিত হয়ে যাবে। জ্যোতিষ তো একেবারে ঠিক, কিন্তু অভিজ্ঞ লোকের অভাব। এরা সম্পূর্ণ জানে না। সবাই উপরে-উপরে কি না, সব কিছু এদের বোধে আসে না। স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেনা। নাহলে জ্যোতিষ তো ঠিক, ও তো বিজ্ঞান।

সমস্ত জগতের সব লোক লট্টু। ওরা নিজে কোন কর্ম বাঁধতেই পারে না। নিজে কর্ম বাঁধে, তো এমন বাঁধবে না। তার পিছনে নিমিত্ত আছে। এই জগতে পায়খানায় যাবার (স্বতন্ত্র) শক্তি ও কারো নেই। যখন তার বন্ধ হয়ে যাবে তখন জানবে যে নিজের শক্তি ছিল না। তাতে ডাক্তারের দরকার পড়বে।

প্রশ্নকর্তা : আমি এমন মনে করি কি অন্য শক্তি যে চালায়, সে গ্রহমান শক্তি ।

দাদাশ্রী : এই সব পার্লিয়ামেন্টযুক্ত শক্তি চালায় । আত্মার উপস্থিতিতে এই পার্লিয়ামেন্ট (নিজের ভিতরের সংসদ) চলছে । পার্লিয়ামেন্টে তার কেস (মোকর্দমা) যায় যে, 'এই লোকের হাতে নৈমিত্তিক কর্ম এমন হয়ে গেছে ।' ফের পার্লিয়ামেন্টে তার কেস চলে । পার্লিয়ামেন্টে যে ফয়সালা করে, তেমন সে ফল পায় ।

বাস্তবিকে গ্রহমান শক্তি চালায়, এই কথা ও ঠিক নয় । কিন্তু যে শক্তি চালায়, সে তো অন্য শক্তি । গ্রহমান তো সেই শক্তির অধীনে চলে । পার্লিয়ামেন্টে যেমন অর্ডার (আদেশ) হয়, তেমনই এখানে কলেক্টর (জিলাধিকারী) কাজ করে, সে ভাবেই সেইসব গ্রহ কাজ করে । দ্যাখ না, আমার সব গ্রহ চলে গেছে, সেইজন্য আমার এখানে গ্রহের সার্ভিস (সেবা)-ই নেই । ফের আমাকে কোন গ্রহ স্পর্শ করে না, কিন্তু সেই শক্তি আমাকে স্পর্শ করে । গ্রহের আমার উপর অধিকার নেই । আমার উপর সেই দ্বিতীয় শক্তির ডিরেক্ট (সীধা) নিয়ন্ত্রণ আছে, মাঝে এই গ্রহদের নিয়ন্ত্রণ নেই । তোমার ভিতরে, সবার ভিতরে গ্রহ থাকে । আমার কোন গ্রহ ই নেই । আমার দুরাগ্রহ নেই, মতাগ্রহ নেই, হঠাগ্রহ নেই, কদাগ্রহ নেই । আমার নবগ্রহের মধ্যে কোন গ্রহ নেই । সব গ্রহ আমাকে ভালো বাসে । সে সব আমার সাথে মিত্রের মত থাকে।

প্রশ্নকর্তা : সব গ্রহ, তারা এ কি ?

দাদাশ্রী : ও সব দেবলোক । ওদের জ্যোতিষ্ক দেব বলা হয় । দেবগতিতে সারা জীবন ক্রেডিটই (ভাল ফল) মেলে, ওখানে ডেবিট (খারাপ ফল) হয় না । ওখানে অনেক ইন্দ্রিয়সুখ আছে, কিন্তু সনাতন সুখ নেই ।

প্রশ্নকর্তা : আমাকে তো সাচ্চা সুখ চাই ?

দাদাশ্রী : সাচ্চা সুখ তো Self Realization (আত্মসাক্ষাৎকার) হয়ে গেলে তবেই মেলে, সনাতন সুখ পাওয়া যায় ।

তুমি কি করতে পার ?

তুমি সকালে ঘুম থেকে ওঠ, তারপর কি কি কর ?

প্রশ্নকর্তা : ওঠার পর স্নান করা, চা-জলখাবার ফের সব কাম-কাজ করতেই হয় কি না ?

দাদাশ্রী : তাহলে সেই সব কাজ সারা দিন তুমিই কর ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, করতে তো হবেই কি না ?

দাদাশ্রী : না, তুমি কর কি করতে হয় ?

প্রশ্নকর্তা : আমিই করি।

দাদাশ্রী : কিন্তু তুমিই কর কি অন্য কেউ তোমাকে দিয়ে করায় ?

প্রশ্নকর্তা : কেউ করায় না।

দাদাশ্রী : তাহলে তুমিই কর ? তো কখনো শরীর খারাপ হলে পায়খানা বন্ধ হয়ে যায়, তো ফের তুমি করতে পার ?

প্রশ্নকর্তা : ও তো শরীরের জিনিস আর শরীরের উপর ততটা কন্ট্রোল (নিয়ন্ত্রণ) রাখা অনেক মুস্কিল।

দাদাশ্রী : শরীরের উপর কন্ট্রোল নেই ? চল যেতে দাও, কিন্তু কখনো ঘুম না আসে তো প্রয়ত্ন করলে ঘুম এসে যায় ?

প্রশ্নকর্তা : যদি সঠিক প্রয়ত্ন করি তো এসে যায়।

দাদাশ্রী : এই জগতে কোন এমন মানুষ জন্মায় নি যে পায়খানায় যাবার তার স্বতন্ত্র শক্তি আছে। সবাই ভ্রান্তিতে বলে, আমি এই করেছি, আমি এই করেছি। সেই সব ভ্রান্তি, সত্য কথা নয়। সত্য কথা বোঝা উচিৎ। সেই সব কিভাবে বুঝতে পারবে ? ও কোনো ভিউপয়েন্ট থেকে বুঝতে পারবে না ?

'এ আমি, এ আমি করেছি', সেই সব অহংকার আর কর্তা অন্য কেউ। ভগবান ও করে না আর তুমিও কর না। সেটা জানতে চাও তো বাস্তবিক তোমাকে বলছি, নয় তো তুমি যা জান সেটাই বলি যে ভগবান ও করে আর তুমিও কর।

প্রশ্নকর্তা : না, আমি তো কিছু করি না।

দাদাশ্রী : তাহলে তোমার ব্যবসা তুমি কর না, তাহলে কে করে ?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আমরা তো কি যে ভগবানের হাতের খেলনা, সে যেমন চায় তেমন করায়।

দাদাশ্রী : না, না, You are not Toys of God ! (তুমি ভগবানের খেলনা নয়।)

প্রশ্নকর্তা : তাহলে কি ?

দাদাশ্রী : You are God yourself ! You don't know your ability, your knowledge !! (তুমি নিজেই ভগবান ! তুমি নিজের ক্ষমতা জান না, তোমার জ্ঞান !!) ও সব কিছু জান না, সেইজন্য তুমি 'আমি ভগবানের টয় (খেলনা)' বল।

সঠিক ফিলোসফি (তত্বজ্ঞান) বোঝ তো এই ফিলোসফি অনেক গূঢ়।

হিন্দু ধর্মের লোকেরা বলে যে 'আমি করেছি', মুস্লিম ধর্মের লোকেরা বলে যে 'আমি করেছি', জৈন ধর্মের লোকেরা ও বলে যে 'আমি করেছি'। সব লোকেরা 'আমি করেছি' বলে। সেই কথা বাস্তবিক নয়।

এখানে কখনো শোন নি, কেউ পুস্তকে লেখে নি, এমন নতুন জিনিস। প্রথমে কখনো হয় নি, এমন হয়েছে। দশ লাখ বছরে কখনো হয়নি এমন জিনিস। সবাই এখন পর্যন্ত এটাই বলেছেন যে, 'এ করো, এ করো, এ করো' কিন্তু যেখানে 'করার' আছে সেখানে মোক্ষ নেই আর যেখানে মোক্ষ আছে, সেখানে করার কিছুই নেই।

তুমি কি কর ? সারা দিন তুমি কিছু পরিশ্রম কর ?

প্রশ্নকর্তা : পরিশ্রম তো করি তো ?

দাদাশ্রী : কি পরিশ্রম কর ? কেউ পরিশ্রম করে ই না। তো কি করে? শুধু অহংকার করে যে 'এ আমি করেছি।' পরিশ্রম তো বলদ করে। কোন মানুষ পরিশ্রম করে ? তুমি দেখেছ ?

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এরা অফিসে যায়, কাজ করে সেটা কি ?

দাদাশ্রী : এ তো রং বিলিফ যে 'আমি করছি।' এসব তো অটোমেটিক (নিজে নিজেই) হয়ে যায়। পায়খানা তুমি কর কি এমনিই হয়ে যায় ?! লোকে বলে যে 'আমি পায়খানায় গিয়েছিলাম।' নিদ্রা তুমি নাও কি এমনিতেই এসে যায় ?

প্রশ্নকর্তা : এমনিতেই এসে যায়।

দাদাশ্রী : তো ওঠার সময় তুমি ওঠ কি কেউ উঠিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তা : এমনিই উঠে যাই।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এতে তোমার হাতে নেই। তাহলে তোমার হাতে কি আছে ? তুমি তো শুধু অহংকার কর যে, 'আমি এই করেছি, আমি শুইয়ে পরেছি।' আবার কখনো বলে যে 'আমার আজ তো ঘুমই আসে নি।' এই সব বিরোধাভাস। 'আমি সকালে তাড়াতাড়ি উঠি,' বলে, তো আবার ঘড়ী কেন রাখে ? আর বলে, 'আমি খেয়েছি।' ওহোহো ! বড় খানেওয়ালা এসেছে !!! ও তো দাঁত চাবায়, জীভ স্বাদ নেয় আর এই হাত কাজ করে, সেই সব মেকানিকেলি (যন্ত্রবত) হয়ে যায়। তুমি তো শুধু অহংকার কর।

প্রশ্নকর্তা : আমি কি করি তাহলে ?

দাদাশ্রী : তুমি কিছু কর না। তুমি কাজে খারাপই কর (অহংকার করে)।

অনন্ত শক্তিধর, বন্ধনে

এই সব মেকানিকেল (যন্ত্রবত) হয়। বিয়ে ও করে, ও মেকানিকেল হয়ে যায়। ছেলে ও হয়, ও মেকানিকেল হয়। তুমি স্বয়ং কে, ও রিয়েলাইজ

(সাক্ষাৎকার) হয়ে গেলে, তারপর তুমি মেকানিকেল থাকবে না। তুমি স্বয়ং কর না ভগবান করায়, তার তো সন্ধান করতে হবে কি না ? তুমি যেসব স্বয়ং কর, তো তোমার ইচ্ছানুসারে সব কিছু হতে পারে কি ? এমন ১০০% (শত প্রতিশত) হতে পারে কি ?

প্রশ্নকর্তা : ১০০% তো হয় না।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তাহলে তুমি স্বয়ং কর্তা নও। কিন্তু তোমার এমন মনে হবে যে আমিই কর্তা।

প্রশ্নকর্তা : ভগবান করায়।

দাদাশ্রী : না, এ ভগবান ও করান না। যদি ভগবান করান তো, চোরেরা বলবে, 'আমাকে ভগবান প্রেরণা দেয়।' আরে বাবা, ভগবান এমন প্রেরণা দেবেই না। সে এতে হাত দেয় না।

ব্যবহার জগতে, আমাদের সত্তা কতটুকু ?

তোমার ইচ্ছা হয় না তাতেও তুমি কর্ম বাঁধ। কারণ তুমি এমন মানো যে 'আমি কর্তা আর এ আমি করেছি, এ আমি করেছি।'

প্রশ্নকর্তা : যে মনুষ্য সবার প্রথমে জন্মেছে, তার তো কোন কর্ম নেই না ?

দাদাশ্রী : কেউ প্রথমে জন্মাই নি, এই জগতে আগে-পরে বলে কোন জিনিস নেই। সার্কেল (গোল) আছে, তাতে কে প্রথমে ? এতে কেউ প্রথম নেই, আদি নেই, অন্ত নেই। সব অনাদি-অনন্ত। কেউ প্রথমে জন্মেছে, ও বুদ্ধির কথা। বুদ্ধি দিয়ে সমাধান হয়ই না , জ্ঞানে সমাধান আসে। ছটা অবিনাশী তত্ত্ব আছে। এই ছটা তত্ত্বের নিরন্তর সমসরণ হতে থাকে, অর্থাৎ পরিবর্তন হতে থাকে। এর থেকে সব অবস্থা নির্মিত হয়ে যায় আর সব অবস্থাই বিনাশী।

সাইন্টিফিক্ সারকাম্স্টেন্সিয়াল্ এভিডেন্স্ মানে কি ? সময়, স্পেস (জায়গা), কর্মের ফল, এই সব একত্র হয়ে গেলে ফাঁসীর সাজা হয়ে যায়। সাজা দেওয়া জজ (ন্যায়াধীশ)-এর হাতে নেই। কোন মনুষ্য এমন জন্মায় নি যার হাতে স্বতন্ত্র শক্তি আছে, কারণ সব পরশক্তি। প্রকৃতি তোমার পক্ষে থাকে তো তুমি মেনে নাও, 'আমি করেছি, আমি কর্তা।'

যেখানে করার থাকে , সেখানে ভ্রান্তি বাড়ে। তারপর যা কিছুই করে তাতে ভ্রান্তি আরো বেশী হয়ে যায়। 'জ্ঞানী পুরুষ' মেলে তো করার কিছু থাকে না। করলে ভ্রান্তি বেড়ে যায়। জপ করবে তো ভ্রান্তি বেড়ে যায়। তপ করবে তো ভ্রান্তি বেড়ে যায়, উপবাস করবে তো ভ্রান্তি বেড়ে যায়। পুস্তক পড়ে তো ভ্রান্তি বেড়ে যায়। আমি এ করেছি, আমি ও করেছি, ও সব ভ্রান্তি। 'জ্ঞানী পুরুষের কৃপা মিলে যায় তো 'করার' কিছু থাকে না, ফের সব সহজ হয়ে যায়।

কোন মনুষ্য খাবার খেতেই পারে না। কেবল অহংকার করে যে আমি খাবারে খেয়েছি। ফের অসুখ কেন হয়ে যায় ? অসুখ হয়ে গেলে তখন কেন খেতে পারে না ? তাহলে প্রথমে ও খাবার প্রয়ত্ন তোমার ছিল ? প্রথমে খেত আর এখন কেন খায় না ? এমন কখনো চিন্তাই করে নি ? এই সব নেচার (প্রকৃতি) চালায়, ভগবান চালায় না। রাত্রে যখন ঘুমিয়ে পরে তখন ও জগত চলতে থাকে। জগত এক মিনিট ও দাঁড়িয়ে থাকে না। কোন লোক মদ খেয়ে পড়ে যায়, তখন ও জগত চলতেই থাকে। কখনো তুমি ব্রান্ডী খেয়েছ ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : সেই সময় ও সংসার চলতেই থাকে, দাঁড়িয়ে থাকে না। তুমি মদ খেয়ে যতই মাতাল হয়ে থাক, কিন্তু জগত চলতেই থাকে, সে থেমে যায় না।

সংসারের ব্যবহার তোমার জন্মের আগেও চলছিল আর তোমার মৃত্যুর পর ও চলবে। সংসার ব্যবহার তো সাপেক্ষ। লোকেরা কি বলে যে, 'আমি না হলে কি হত ? জগত এমন হয়ে যেত।'

সেই বদারেশন (ঝঞ্ঝাট) ছেড়ে দাঁও। ও সব অহংকারের বদারেশন। আমি এমন করি, আমি বাচ্চাদের বড় করেছি, আমি বাচ্চাদের পড়াই, আমি এ করেছি, আমি ও করেছি, সেই সব অহংকার। এক জন গরুকে মারার চিন্তা

করে আর একজন গরুকে ছাড়ানোর চিন্তা করে তো ভগবানের কাছে কার দাম হয় ? ভগবান কি বলে যে, 'এখানে কারো দাম নেই। তুমি মারার অহংকার কর, সে বাচানোর অহংকার করে। আমার এখানে অহংকারওয়ালা চলে না।' অহংকার করা উচিত নয় যে 'আমি এই ত্যাগ করেছি।' অনন্ত জন্ম থেকে সেই সবই করে কি না ? এতে ফায়দা কি ? রিলেটিভ ফায়দা আছে। মনুষ্য থেকে দেব গতিতে যায়। কিন্তু রিয়েল ফায়দা মেলে না। রিয়েল ফায়দা তো যদি মুক্ত পুরুষ মিলে যায়, মোক্ষ দাতা পুরুষ মিলে যায় আর মোক্ষের দান মেলে তাহলেই কাজ হবে।

এক ব্রাহ্মণের দুই ছেলে ছিল। একজন তিন বছরের আর একজন দেড় বছরের। সেই ব্রাহ্মণ মারা যায় আর তার স্ত্রী ও মারা যায়। গ্রামের অন্য ব্রাহ্মণ সেই বাচ্চাদের নিতে তৈয়ার হয় না। গ্রামে একজন ক্ষত্রিয় ছিল, তার ছেলে ছিল না। সে বলে যে 'আমাকে একটি ছেলে দিয়ে দিন।' তো গ্রামের লোকেরা বড় ছেলেকে দিয়ে দেয়। দ্বিতীয় দেড় বছরের ছেলেকে কেউ নিতে তৈয়ার হয় না। তারপর একজন হরিজন বলে যে 'আমার ছেলে নেই, তো আমাকে দিয়ে দিন তো অনেক কৃপা হবে!' তাতে গ্রামের লোকেরা চিন্তা করে যে এই বেচারা মরে যাবে, তার থেকে হরিজনের ওখানে যায় তো ঠিক। বেঁচে তো থাকবে। তাই দ্বিতীয় ছেলেকে হরিজন নিয়ে যায়।

দুটো ছেলেই বড় হতে থাকে। ক্ষত্রিয়ের কাছের জন কুড়ি বছরের হয় তো হরিজনের কাছের জন আঠারো বছরের হয়। হরিজনওয়ালা ছেলে কি করতো ? মদ বানাতো, মদ খেত ও আর মদ বিক্রি ও করতো। ক্ষত্রিয়ের কাছে যে ছেলেটা থাকতো সে বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে মদ খাওয়া খারাপ, এ ভাল জিনিস নয়। দুই ভাই ই ব্রাহ্মণ ছিল। কিন্ত এক জনের হরিজনের সংযোগ মেলে আর দ্বিতীয় জনের ক্ষত্রিয়ের ভাল সংযোগ মিলে যায়। কেউ ভগবান কে জিজ্ঞাসা করে যে এই দুজনের মধ্যে ভাল কে ? তো ভগবান বলে দেয় যে 'মদ না খাওয়ার অহংকার করে আর অন্য জন মদ খাওয়ার অহংকার করে। মোক্ষের জন্য দুজনেই কাজের নয়। নিজের দায়িত্বে করে। যে খাওয়ার অহংকার করে তার নিজের দায়িত্ব। না খাওয়ার অহংকার করে তার ও নিজের দায়িত্ব।'

সত্যি কথার সমাধান নিশ্চয় হওয়া উচিৎ। ফের শঙ্কা থাকবে না।

আমি বলি যে এই সব মাত্র সাইন্টিফিক্ সারকাম্স্টেন্শিয়েল এভিডেন্স। ভগবান কে কিছু করতে হয় না। এমনিই সংযোগ মিলে যায় আর কাজ হয়ে যায়। সাইন্টিফিক্ (বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতিতে হয় কিন্তু মানুষ বলে যে ‘আমি এ করেছি, আমি ও করেছি’, ও শুধু অহংকার।

প্রশ্নকর্তা : ও ঠিক আছে যে অহংকার না হওয়া উচিৎ, কিন্তু কিছু প্রবৃত্তি তো করতেই হবে কি না ? বিনা করে কিছু হবে ই না।

দাদাশ্রী : প্রবৃত্তি তো অন্য শক্তি তোমাকে দিয়ে করায়। তোমার এতে অহংকার করার কোন দরকার নেই। সেই শক্তিই সব করায়। তোমার দেখা দরকার যে কি হয়ে যাচ্ছে। এই রবিন্দ্র কি করছে ও তোমার দেখা দরকার। কাজ সব করবে, আর বলবে ও যে ‘এ আমি করেছি’ কিন্তু ড্রামাটিক (নাটকীয়) বলবে। কিন্তু বিলীফ (মান্যতা)-এ রাখবে না যে ‘এ আমি করেছি।’ এই বিলীফে থাকে যে ‘এ আমি করেছি’ ওটাই ভুল। যেমন ড্রামা (নাটক)-তে ভর্তৃহরির অভিনয় করে। কিন্তু সে ভিতরে জানে যে আমি লক্ষ্মীচন্দ্র। সে এটা ভোলে না। সে জানে যে, ‘আমি লক্ষ্মীচন্দ্র’, সেইজন্য ভর্তৃহরির নাটকে তার রাগ-দ্বেষ হয় না। এমন নিজেকে জেনে নিলে, ফের রাগ-দ্বেষ হয় না। এই সব নাটকই। নিজে পার্মানেন্ট (অবিনাশী) আর ড্রামা (অভিনয়) করছে। এখানে এর ছেলে হয়ে এসেছে, সেই ড্রামা পুরা হয়ে যাবে, আবার অন্যের ওখানে ড্রামা করবে, আবার তৃতীয়ের ওখানে ড্রামা করবে। The world is the drama itself. বুঝতে পারছ তো ? এখন তুমি রবীন্দ্রর ড্রামা করছ। এই ড্রামায় মারবে, মার খাবে, কাঁদবে, সব কিছু করবে, কিন্তু রাগ-দ্বেষ করবে না। এমন-তেমন সব কথা বলবে কিন্তু সুপারফ্ল্যুয়াস (দেখানো মতন), আড়ালে কিছু নেই, এমন থাকবে। এসব ড্রামা, এর রিহার্সেল (মহড়া) ও হয়ে গেছে। তুমি এখানে নতুন কিছুই কর না।

জগত কর্তা - বাস্তবে কে ?

এসব শাস্ত্রের বাইরের কথা। আমাকে দুই ধরনের কথা বলতে হয়। আপনার মত খুব বিচারশীল লোক হলে, সে জিজ্ঞাসা করবে ' এই জগত কে বানিয়েছেন ?' তো আমি বলবো 'God is not the creator of this world at all !' (ভগবান এই জগতের রচয়িতা একদমই নয় ।) কিন্তু সাধারন লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আর বড় সভাতে এমন জিজ্ঞাসা করে তো আমি এমন বলবো যে God is the creator (ভগবান রচয়িতা) । কারণ ও ফেক্ট (তথ্য) ওদের বোধে আসবে না । যে কথা ওদের ধারণায় আসে সেই কথাই বলবে । ওদের ধারণায় আসে না এমন কথা বলি তো ওদের অবলম্বন ভেঙ্গে যাবে আর বিনা অবলম্বনে মানুষ বাঁচতে পারে না ।

God is the creator of this world (ভগবান এই জগতের রচয়িতা) এই কথা ভ্রান্ত ভাষায় সঠিক, সেই ভিউপয়েন্ট (দৃষ্টিকোণ) থেকে সঠিক ।

ভিউপয়েন্টওয়ালা হয় তো তার প্রারব্ধ আমি দেখে নিই যে ওর প্রারব্ধে এই আমার ফেক্ট (যথার্থ) জিনিস নেই, তো আমি তার ভিউপয়েন্টের হিসাবেই সব হেল্প (সাহায্য) দিই । তো এতে সে এগিয়ে যায় ।

ভগবান এই জগত বানিয়েছেন এই কথা রিয়্যাল নয় । এই সব রিলেটিভ। রিলেটিভের দিকে তো অনন্ত বার গিয়েছি কিন্তু, কিন্তু আমাদের কাজ সন্তোষজনক কখনো হয়নি । তার জন্য রিয়েলের কাছেই যেতে হবে ।

আপনি যা জানেন তার আগের ও তো জানতে তো হবে কি না ? এখন জগতে যে জ্ঞান চলছে, তাকে আপনি মেনে নিয়েছেন যে ওটাই সত্যি জ্ঞান, কিন্তু ও তো লৌকিক জ্ঞান । এর থেকে অনেক আগে যেতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা : এত বড় জগত, এত বড় ব্যবসা ভগবান ছাড়া কে করতে পারেন ?

দাদাশ্রী : তাঁর কাছে কোন অন্য ধান্দা ছিল না, সেইজন্য বানিয়েছেন মনে হয় !!!

প্রশ্নকর্তা : যে ই বানিয়েছে, সে ভেবে চিন্তে বানিয়েছেন মনে হয়।

দাদাশ্রী : কেন ? তাঁর ছেলের বিয়ে করার জন্য মেয়ে পাওয়া যায় নি, সেইজন্য উনি এই ব্রহ্মান্ড বানিয়ে ফেলেন ?

প্রশ্নকর্তা : তো ফের এর ক্রিয়েটর কে ?

দাদাশ্রী : ক্রিয়েটর (রচয়িতা)-এর অর্থ কুমোর হয়। কুমোর অর্থাৎ প্রজাপতি, যে মাটির বাসন বানায়। ভগবান কুমোর নয়, ভগবান তো ভগবানই। ফরেনের (বিদেশের) সব লোকেরা মানে যে God is the creator of this world (ভগবানই এই জগতের নির্মাতা), মুসলিম লোকেরা বলেন যে আল্লাহ এই দুনিয়া বানিয়েছেন, হিন্দু লোকেরা বলেন যে ভগবান সব বানিয়েছেন, ফরেনের সাইন্টিস্ট (বৈজ্ঞানিক) আমাকে মেলে, ওদের আমি বলি যে God is the creator of this world is correct by Christian's viewpoint, by Hindu's viewpoint, by Muslims viewpoint, but not by fact By fact, Only Scientific Circumstantial Evidence। যদি আপনার ফেক্ট জানার ইচ্ছা হয়, তো আমার কাছে আসবেন, অন্যথা আপনার সন্তোষ তো আছে ই না ? কি মনে হয় আপনার ?

প্রশ্নকর্তা : সব ধর্মের ধ্যেয় তো এক ই হয়, তবু ও বিচারধারা আলাদা-আলাদা কেন হয় ? আর সবাই ' আমাদেরই সত্যি' এমন কেন বলে ?

দাদাশ্রী : এই সার্কেলে এটা সেন্টার (কেন্দ্রবিন্দু) আর এতে ৩৬০ ডিগ্রী আছে। কোন ধর্ম ৬০ ডিগ্রীতে আছে, কেউ ১২০ ডিগ্রীতে আছে, কেউ ১৮০ ডিগ্রীতে আছে। এভাবে প্রত্যেকের ভিউপয়েন্ট আলাদা আলাদা হয়। আর ১৪০ ডিগ্রীর যে ভিউ পয়েন্ট আছে সে যা দেখে, তার থেকে ২০০ ডিগ্রীর জন ভিন্ন দেখে। ১৪০ ডিগ্রীর জন, ২০০ ডিগ্রীর জনকে বলে, যে তুমি ভুল আর ২০০ ডিগ্রীর জনকে ভুল বলে। আমি কি বলি যে ২০০ ডিগ্রীর জন ১৪০ ডিগ্রীতে এসে যাও আর ১৪০ ডিগ্রীর জন ২০০ ডিগ্রীতে চলে যাও। ফের সেই স্থান দেখে বলো। তো দুজনেই বলবে যে না, এ ঠিক কথা। তোমার উপলব্ধিতে এসে গেছে না ? কিন্তু সম্পূর্ণ তো ৩৬০ ডিগ্রীর ভিউপয়েন্ট। তো যার যে ভিউপয়েন্ট, ও সেই পয়েন্ট থেকেই বলে, যে আমার কথাই সত্য। ভিউপয়েন্ট কখনো কমপ্লিট (সম্পূর্ণ) সত্য হয় না।

এক ক্রিস্টিয়ান ভিউপয়েন্ট, এক মুসলিম ভিউপয়েন্ট, এক হিন্দু ভিউপয়েন্ট, এক জৈন ভিউপয়েন্ট, কিন্তু এই সব ভিউপয়েন্ট। সব একটাই কথা বলতে চায়। সেন্টার কে জানার, ওটাই সবার ইচ্ছা। কিন্তু ও সেন্টারের কথা নিজের ভিউপয়েন্টে দেখে আর বলে। সব ধর্ম আলাদা-আলাদা ডিগ্রীতে আছে, সেই জন্যে সব লোকের মধ্যে ঝগড়া হয়। কিন্তু খুদার ওখানে ঝগড়া নেই। ক্ষুদার ওখানে কি আছে, একটা কথাই জানার জন্য সবার ভিউপয়েন্ট আলাদা। লোকে বলে, এই জগত ভগবান বানিয়েছেন, God is the creator of this world ! এই কথা তোমার ভিওপয়েন্টে ঠিক কিন্তু বাস্তবিকতাতে ১০০% (শত প্রতিশত) ভুল। বাস্তবিকতা সব সময় সৈদ্ধান্তিক হয় আর ভিউপয়েন্ট ভিন্ন হয়। বাস্তবিকতায় মাত্র সাইন্টিফিক সারকাম্স্টেন্শিয়েল এভিডেন্স আছে।

কারো ভিউপয়েন্ট ভাঙ্গা উচিৎ নয়। যেখান পর্যন্ত বাস্তবিকতা বোঝা যায় না, সেখান পর্যন্ত তাকে ভিউপয়েন্টেই রাখা উচিৎ আর তার জন্যই সাহায্য করতে হবে। আমি এমনই করে থাকি। ওদের ভিউপয়েন্টেই সাহায্য করি। এতে ওরা এগিয়ে যেতে পারে। আর যে বাস্তবিকতে বুঝতে চায় তাকে বাস্তবিকতা দিই। এ রিয়েল, সম্পূর্ণ সাইন্টিফিক্ আর সমস্ত জগতের জন্য। যে জিনিস চাই, ও এখান থেকে নিয়ে যাবে। আমি সেন্টারে আছি। আমার কারো সঙ্গে মতভেদ নেই।

প্রশ্নকর্তা : উপনিষদেও বলেছেন যে ঈশ্বর কর্তা নয়।

দাদাশ্রী : ঈশ্বর যদি কর্তা হত তো তাঁর ও কর্ম বাঁধতো।

প্রশ্নকর্তা : আমার মনে ও এই প্রশ্ন অনেক জাগে যে ঈশ্বর কিভাবে কর্তা ? এখন আপনাকে পেয়ে আমার এ স্পষ্ট হয়ে গেছে।

দাদাশ্রী : ভগবান বীতরাগ। বড় বড় মহাত্মারা আমার সাথে কথা বলতে আসে। ওদের 'ঈশ্বর কর্তা' এই বিলিফ ছাড়ে না। তো আমি ওদের জিজ্ঞাসা করি, যে ভগবান এই সব বানিয়েছেন তো ভগবানকে কে বানিয়েছেন ? তো ফের ওরা নিরুত্তর হয়ে যায়। কথাটা লজিকেল (তার্কিক)। যদি সৃষ্টিকর্তা আছে, তো তাকেও কেউ বানাতে হবে, আর তাকে ও কেউ বানাতে হবে, ওটাই লজিক (তর্ক)।

ভগবান কিছু বানায় নি, তাহলে তাঁর উপর আরোপ কেন চাপানো হয় ? ভগবান তো ভগবান ই, বীতরাগ। The world is the puzzle itself. God has not puzzled this world at all . যদি ভগবান এই পাঁজল করতো, তো এই সি.বি.আই. দের উপরে পাঠিয়ে তাকে ধরে এনে জেলে ভরতে হত। ভগবান এমন জগত-ই কেন বানিয়েছেন যেখানে সবাই দুঃখি ? ভগবান এই পাঁজল করেন নি।

God is not the creator of this world at all, only Scientific Circumstential evidence (ভগবান এই জগতের একেবারেই কর্তা নয়, মাত্র সাইন্টিফিক্ সারকাম্স্টেন্সিয়েল এভিডেন্স)। ভগবানের এই সব বানানোর কোন দরকারই নেই। এই জগত কেউ বানায় নি। কারণ এই জগত আছে, তার যদি বিগিনিং (আরম্ভ) থাকে, তো তার এন্ড (অন্ত) ও হবে। কিন্তু এই জগতের শুরুই নেই, ও অনাদি থেকে আছে আর অনন্ত পর্যন্ত থাকবে। এ কখনো ক্রিয়েট (সৃজন) হয়ই নি আর কখনো নাশ ও হবে না, এমন অনাদি অনন্ত।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এই জগত বিনাশী।

দাদাশ্রী : না, এ অনাদি-অনন্ত। এ পারমানেন্ট (অবিনাশী)। যা সনাতন তার আদি ও হয় না আর তার অন্ত ও হয় না।

প্রশ্নকর্তা : মনুষ্যের জন্য তো এই জগত বিনাশী কি না ?

দাদাশ্রী : সে কথা ঠিক। সে কথা রিলেটিভ। All these relatives are temporary adjustment. কিন্তু জগত তো অনাদি অনন্ত।

আপনার কোন পারমানেন্ট জিনিস মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা : এভাবে দেখা যায় তো সব টেম্পোরেরী (বিনাশী) ই হয়।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, টেম্পোরেরী, তো পারমানেন্ট কোন জিনিস আছে ?

প্রশ্নকর্তা : পারমানেন্ট তো প্রকৃতি ই হতে পারে।

দাদাশ্রী : প্রকৃতি ? প্রকৃতি তো নিরন্তর বদলাতেই থাকে। তার এক অবস্থার নাশ হয়, দ্বিতীয় অবস্থা উৎপন্ন হয়। ও কি করে পারমানেন্ট হতে

পারে ? তো ফের পারমানেন্ট কি হয় ?

প্রশ্নকর্তা : ও প্রসেস (প্রক্রিয়া) ই তো পারমানেন্ট হয় কি না ?

দাদাশ্রী : ও তো এক অবস্থার নাশ হয়, দ্বিতীয় অবস্থা উৎপন্ন হয়। এতে পারমানেন্ট কোন জিনিস আছে ?

প্রশ্নকর্তা : যে নাশ করে আর যে সৃষ্টি করে, সেই তো পারমানেন্ট ?

দাদাশ্রী : নাশ করে কে ?

প্রশ্নকর্তা : সব প্রকৃতি।

দাদাশ্রী : আপনি প্রকৃতির ডেফিনেশন (পরিভাষা) ঠিক দেন নি।

প্রশ্নকর্তা : সেটাই তো নলেজ (জ্ঞান)। প্রকৃতির ডেফিনেশনের জ্ঞান, তো মানুষের সব কিছু জানা হয়ে যাবে যে এই প্রকৃতি কি জিনিস।

দাদাশ্রী : খাবার খেয়ে তুমি শুইয়ে পড়, ফের ভিতরে কে চালায় ? এতে বাইল (পিত্ত), পাচক রস সে সব তুমি ঢাল ? আর চব্বিশ ঘন্টায় খাবারের ব্লাড (রক্ত) তৈয়ার হয়ে যায়, ও কে বানায় ? য়ুরিন (পেচ্ছাব) কে বানায় ? ও সব পৃথকিকরণ হয়ে যায়, তো ও সব আলাদা কে করে ? ও কি ভগবান করতে আসেন ? ও কে করে ? ও কাউকে করতেই হয় না। এমনই জগত চলে আসছে, প্রকৃতি থেকেই চলে আসছে।

প্রশ্নকর্তা : প্রকৃতি কে ?

দাদাশ্রী : প্রকৃতি মানে সাইন্টিফিক্ সারকাম্স্টেন্সিয়েল এভিডেন্স। আপনি এখানে কিভাবে এসেছেন। কত সব সাইন্টিফিক্ সারকাম্স্টেন্সিয়েল এভিডেন্স মেলে তবে কার্য হয়।

2H (হাইড্রোজেন) আর এক O (অক্সিজেন) সাইন্টিস্ট কে দিই তো, তো সে বলবে আমি এর জল বানিয়ে দেব। আমি বলবো, আপনি কি জলের মেকার (সৃষ্টিকর্তা) হন ? তো বলবে, ‘হ্যাঁ, আমাকে 2 H আর এক O দিয়ে দিন, তো আমি জল বানিয়ে দেব।’ সেখান পর্যন্ত তো মেকার বলা হয়। ফের আমাদের কাছে 2 H শেষ হয়ে যায়, one H ই আছে আর 2 O আছে তো তার জল বানিয়ে

দিন বললে, তো সে কি বলবে যে, 'এর বানানো যাবে না।' তো তুমি কি সৃষ্টিকর্তা ? 2H আর O একসাথে হয়ে যায় তো জল তৈয়ার হয়ে যায়। উপর থেকে বর্ষার জল পড়ে না, তাতে কোন দেবতা কিছু করে না। ও নিজেই এমন সংযোগ একত্র হয়ে যায় আর জল পড়ে। এতে নির্মাতার কোন আবশ্যকতা নেই। ও সাইন্টিফিক্ সারকাম্স্টেন্সিয়েল এভিডেন্স।

এক জন লোক এখন জীবিত আছে। কোন এমন ঔষধের ডোজ (ঔষধের মাত্রা) ওকে খাওয়ায় তো সে মরে যায়, তো কে মেরে ফেলল ? ভগবান মেরে ফেলেছে ? কোন লোকে মেরে ফেলেছে ?

প্রশ্নকর্তা : পোস্টমর্টেম (ময়নাতদন্ত) করতে হবে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, পোস্টমর্টমে সত্যি কথা জানা যায় যে কি হয়েছিল। কি জানা যাবে যে কি জিনিস থেকে, ঔষধ থেকে মরে গেছে। এভাবে সারকাম্স্টেন্সিয়েল এভিডেন্স তৈয়ার হয়ে গেছে যে যার জন্য সে মরে গেছে। একে এত বিষ দেওয়া হয়েছে যে বিষই মেরে ফেলেছে। ভগবান ও মারে না আর বিষ প্রদানকারী ও মারে না। বিষ প্রদানকারী বিষ দেয় আর বমি হয়ে গেলে তো বিষ বেরিয়ে যাবে, তো মরবে না। বিষ প্রদানকারী যদি হত্যাকারী হত তো সেই লোকটা নিশ্চয় মরে যেত, কিন্তু বিষই মারে। ভগবান এতে হাতই দেন না।

এ বিজ্ঞান মাত্র। আপনার শরীর কিভাবে তৈয়ার হয়েছে, ওটা ও বিজ্ঞান মাত্র। এই জগত এমনই বিজ্ঞান দ্বারা চলছে। এই শরীর ও এমনি বিজ্ঞান দ্বারাই উৎপন্ন হয়েছে। এতে কোন ব্রহ্মার আবশ্যকতা নেই, বিষ্ণুর আবশ্যকতা নেই, শিবের আবশ্যকতা নেই। ভগবান এই শরীর বানায় না, কিন্তু ভগবানের উপস্থিতি থাকতে হবে। ভগবান আছেন তো হয়, অন্যথায় হবে না।

প্রশ্নকর্তা : এই সাইন্টিফিক্ সারকাম্স্টেন্সিয়েল এভিডেন্স কে একটু বিস্তারে বোঝান ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তুমি আমাকে সাক্ষাৎ করতে কিভাবে এলে ? তো তুমি যতটুকু জান, ততটুকু বলবে যে আমাকে এই 'ভাই' বলেন যে 'জ্ঞানী পুরুষ' এখানে আসবেন। সেই কথা শুনে তুমি বিচার করলে যে, 'চল, আজ যাবো।'

আপনি এখানে এসেছেন, আমি বাইরে যাবার ছিল কিন্তু যাই নি। আপনার দর্শন হয়ে গেছে। এর পিছনে কত কজেজ (কারণ) আছে। যা দেখা যায় ততটাই কজেজ নয়, অনেক কজেজ হয়। এর মধ্যে একটা কজেজ না মেলে, তো কাজ হয় না। তুমি জান না যে এ কোন কজেজের জন্য হয়েছে। এইসব কজেজ কে সাইন্টিফিক এই জন্য বলা হয়েছে যে এতে অনেক গুহ্য কারণ আছে। তোমার একটু উপলব্ধিতে এসেছে ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : লোকে বলে যে ভগবান আমার ছেলেকে মেরে ফেলেছে, আমার অনেক লোকসান করে দিয়েছে। এসব ভুল কথা, এমন বলা উচিৎ নয়। ভগবান তো ভগবানই !!! কখনো সে কোন দোষ করেন নি।

তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে টেবিলে আরামে বসে খাবার খাচ্ছ, ফের পাঁচ মিনিট পরে কোন মতভেদ হয়ে যায়, তো এই মতভেদ কে করিয়েছে ? তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, 'তোমার ইচ্ছা ছিল ? তোমার ইচ্ছাতে মতভেদ হয়েছে ?' তো তুমি না বলবে। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে তো সে ও না বলবে। তো ফের এই মতভেদ কে করিয়েছে ?

প্রশ্নকর্তা : রিলেটিভ কেরেক্টার (ব্যবিহারিক চরিত্র), মন, টেম্পারমেন্ট (স্বভাব), এই সবের উপর আধারিত।

দাদাশ্রী : ও সব তো ভিজিবল কজেজ (দেখতে পাওয়া কারণ)। সঠিক কারণ চাই। ভিজিবল কারণ তো চোখ দিয়ে দেখা যায়, কান দিয়ে শোনা যায়, ও হয়।

প্রশ্নকর্তা : সাইন্টিস্ট-এর মত করে তো আমাদের ভিজিবল কজেজ ই দেখতে হবে কি না ?

দাদাশ্রী : অন্য আপনার কাছে কোন চারা নেই। তো এই মতভেদ কে করায় ?

প্রশ্নকর্তা : কেউ এই শক্তিকে ভগবান বলে, কেউ প্রকৃতি বলে, কেউ অদৃশ্য শক্তি বলে কিন্তু কেউ তার নাম বলে না।

দাদাশ্রী : ও একটাই শক্তি। তার আধারেই সব চলে। অন্য কোন মেনেজার (প্রবন্ধক) নেই। আর এই শক্তি ও কম্প্যুটারের মত। ওতে চেতনা নেই। ওতে চেতনা হত তো ভগবানের উপরই আরোপ লাগতো যে সেই চালাচ্ছে। সেই শক্তিতে সব কিছু চলে। তোমার বাস্তবিকতা জানার ইচ্ছা আছে ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, বাস্তবিক-ই চাই।

দাদাশ্রী : By fact the God is not creator of this world at all. Only Scientific Circumstantial Evidenve .

প্রশ্নকর্তা : Who generated these evidences (এই সংযোগ কে সৃষ্টি করে) ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ও এক শক্তি আছে, যে সব সংযোগ একত্র করে।

প্রশ্নকর্তা : সে শক্তি কি ?

দাদাশ্রী : আমি তার নাম 'ব্যবস্থিত শক্তি' দিয়েছি। সেই 'ব্যবস্থিত শক্তি', এই জগত কে ব্যবস্থিত রাখে। সূর্য, চন্দ্র, তারা সব কিছু ব্যবস্থিত রাখে। অনাদি কাল থেকে ব্যবস্থিত রাখছে। সব জীবের আসা-যাওয়া, তোমার সংসার ও সেই শক্তিই চালাচ্ছে, নিরন্তর। জীবমাত্রের সব 'ব্যবস্থিত শক্তি'ই চালায়। প্রত্যেক দিন সেই শক্তিই কাজ করে। সমস্ত সংযোগ একত্র করাই তার কাজ, তার অন্য কোন কাজ নেই। যেমন সেই বড় কম্প্যুটার হয় না, তেমন ই তার কাজ।

প্রশ্নকর্তা : এই কম্প্যুটারের কথা বুঝতে পারছি না।

দাদাশ্রী : ধর, তুমি ভাবনা করলে মন্দির বানানো দরকার। এদিকে তুমি এই ভাবনা করলে, সেই ভাবনা বড় কম্প্যুটারে, যে 'ব্যবস্থিত শক্তি', তাতে নথি হয়ে যায়। তুমি ভাবনা করেছিলে, ও কজ (কারণ), সেই কজ 'ব্যবস্থিত শক্তি' তে চলে যায়। 'ব্যবস্থিত শক্তি' এর ইফেক্ট (পরিণাম) রূপে সমস্ত সংযোগ একত্র করে দেয়। তখন তুমি তার ফল পাবে। আর তুমি মন্দির বানিয়ে দিলে। তুমি তো অহংকারে বল, 'এ আমি করেছি', কিন্তু ও সব 'ব্যবস্থিত শক্তি'ই চালায়।

এই ভাবে যে পরিণাম আসে, ও 'ব্যবস্থিত শক্তি'র কাজ, এসব আমি জ্ঞানে দেখে বলি। 'ব্যবস্থিত শক্তি' যথার্থ কথা। এ আমার লাখ জন্মের অনুসন্ধান।

প্রশ্নকর্তা : 'ব্যবস্থিত শক্তি' কে ভগবান বলা যায় ?

দাদাশ্রী : না, 'ব্যবস্থিত শক্তি' কে ভগবান বলে কি ফায়দা। এই টেপরেকর্ডার কে ভগবান বলে তো কি ফায়দা। ভগবান কে ভগবান বলা উচিৎ। এই টেপরেকর্ডার কে টেপরেকর্ডার বলা উচিৎ। যেখানে ভগবান নেই, সেখানে ভগবানকে আরোপন করে কি ফায়দা ? কিন্তু সমস্ত জগত 'ব্যবস্থিত শক্তি' কে ই ভগবান বলে।

'ব্যবস্থিত' কে যদি ভগবান বলি তো সেই লেটার (পত্র) 'ব্যবস্থিত' স্বীকার করে না, কারণ তাতে ঠিকানা ভগবানের আছে। আর 'ব্যবস্থিত' স্বয়ং ভগবান নয়, তো ওখান থেকে লেটার ফিরে এসে ভগবানের কাছে যায়। এই ভাবে আমাদের প্রার্থনা ভগবানের কাছেই যায়। এতে ফায়দা মেলে। এইভাবে প্রার্থনা করলে পরোক্ষ ফায়দা মেলে। কিন্তু সম্পূর্ণ ফায়দা তো ভগবানের সঙ্গে পরিচয় হলে মেলে। যথার্থ রূপে ভগবান কে, এ জানতে হবে।

পরোক্ষ ভগবানকে ভজনা করে তাতে ও ফায়দা মেলে। কিছু না কিছু তো করা উচিৎ। তাতে প্রকাশ থাকে, সদবুদ্ধি থাকে, নয়তো তা ও চলে যায়।

প্রশ্নকর্তা : 'ব্যবস্থিত শক্তির' আমাদের উপরে কৃপা থাকে, তার জন্য কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : জগতে আর কেউ কৃপা রাখার হয়ই না। তোমার ভিতরে যে ভগবান আছেন, তারই কৃপা হয়। অন্য কেউ কৃপা রাখারই নেই।

'ব্যবস্থিত' এর এক্জেক্ট স্বরূপ সংক্ষিপ্ত করে বলছি।

দ্যাখ না, ড্রামা হয়, তো তার রিহার্সেল আগে হয়, পরে ড্রামা হয়। সেই সময় কোন চিন্তা করার দরকার নেই, কারণ রিহার্সেল হয়ে গেছে। সে রকমই হবে। ও 'ব্যাবস্থিত ই হয়। যার রিহার্সেল তুমি দেখেছ, তার এখন ড্রামা হয়ে যাবে তো সেটাও 'ব্যবস্থিত'। এতে বদল হয় না। যেমন রিহার্সেল করা হয়েছে তেমনই এখন হয়ে যাবে। পূর্ব জন্মে যেমন তার রিহার্সেল হয়, ফের এই জন্মে

তেমন তার 'ব্যবস্থিত' হয়ে যায়। ফের 'ব্যবস্থিতে' সে চলে। পূর্ব জন্মে যে রিহার্সেল হয় ও 'অবস্তিত' রূপে হয় আর সেই অবস্থিত যখন ফল দেওয়ার জন্য তৈয়ার হয়, তখন সে 'ব্যবস্থিত' হয়ে যায় । তো এতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হবে না।

প্রশ্নকর্তা : যে প্রকৃতির নিয়ম আছে, সেটাই 'ব্যবস্থিত' এর নিয়ম অথবা সে ও 'ব্যবস্থিত' ? দুটো একেই না আলাদা-আলাদা ?

দাদাশ্রী : প্রকৃতির কায়দা একেবারে নিয়মেই আছে। আর 'ব্যবস্থিত' তো যে সব জীব মাত্রেই আছে, এ সব 'ব্যবস্থিত' এ আছে। ও কি হয়ে যাবে, কি না, সব তার আগে থেকেই হিসাব এসে গেছে। প্রকৃতির নিয়ম তাতে সাহায্য করে। 'ব্যবস্থিত' তো পূর্ব জন্মের থেকে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই ফিল্ম হয়ে গেছে। এই গ্লাস ভেঙ্গে যায় তো ও গ্লাস তো আগেই ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু এখন এ দেখা যাচ্ছে। এমন এই জগত যে এক পরমাণু ও কখনো বাড়ে না, কখনো কম হয় না। অবিনাশীতে সব জিনিস এমনি থাকে। আর সব কিছু হয় ও বিনাশীতে হয়। অবস্থা সব বিনাশী আর বিনাশীতে দেখা যায় যে ও মরে গেছে। কিন্তু অবিনাশীতে কেউ মরেই না। এ মরে গেছে, এমন হয়ে গেছে, তেমন হয়ে গেছে, সে সব রং বিলীফে আছে, রাইট বিলীফে এমন হয় ই না।

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেন যে, 'সব জিনিসের নির্মাণ হয়ে গেছে, নিশ্চিত', তো সেটা কি ?

দাদাশ্রী : যা নির্মাণ হয়ে গেছে সেসব সাইন্টিফিক্ সারকাম্স্টেন্সিয়েল এভিডেন্স (ব্যবস্থিত) আর নির্মাণ হয় নি সেসব সাইন্টিফিক্ সারকাম্স্টেন্সিয়েল এভিডেন্স নয় । যা ডিসচার্জ হয়েছে, ও নির্মাণ হয়েছে, ও সাইন্টিফিক্ সারকাম্স্টেন্সিয়েল এভিডেন্স। এখন তুমি এখানে সৎসঙ্গে এসেছ ও ডিসচার্জ, ব্যবসা করে ও ডিসচার্জ (কর্মফল), ঘুমিয়ে পরে ও ডিসচার্জ, সারা দিন সব ডিসচার্জই। আমার সাথে কথা বলে সে ও ডিসচার্জ। আর ডিসচার্জ সব নির্মাণ হয়ে গেছে আর (নতুন) চার্জ আছে সেসব (এখন পর্যন্ত) নির্মাণ হয় নি। চার্জ আমাদের হাতে আছে।

জগত শুধু নির্মাণ নয়। চার্জ ও আছে আর ডিসচার্জ ও আছে। সেই ডিসচার্জই সব নির্মাণ হয়ে গেছে। যে বেটারী ডিসচার্জ হয়, সে নির্মাণ হয়ে গেছে। যেভাবে চার্জ হয়েছিল, সে ভাবেই ডিসচার্জ হয়ে যাবে।

অহংকারই সংসার। অহংকার আর মমতা চলে যায় তো ফের মোক্ষ হয়ে যায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু হয়, যে যে অবস্থা হয়, পড়াশোনা করার, খেলা-ধুলা করার, অসুখের, চাকরি করে, বিয়ে করে, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, সন্যাস আশ্রম, সে সব ডিসচার্জ- ই। ভিতরে নতুন চার্জ না হয় তো পরের জন্ম বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু যে ডিসচার্জ তা ডিসচার্জ-ই থাকে। চার্জ করার অহংকার আর মমতা চলে যায়, তো ডিসচার্জ তো সম্পূর্ণ ভাল মত হয়ে যায় আর মোক্ষ হয়ে যায়।

আচরণ ডিসচার্জ। আচরণ যা হয়, আচার আছে ওসব ডিসচার্জ আর চার্জ বন্ধ হয়ে যায় তো ফের ডিসচার্জ সব শেষ হয়ে যাবে। তো প্রথমে কি করতে হবে ?

প্রশ্নকর্তা : চার্জ বন্ধ করতে হবে।

দাদাশ্রী : তো তোমার কর্মের বন্ধন হয় কি না ?

প্রশ্নকর্তা : সে তো হয়।

দাদাশ্রী : দ্যাখ না, যখন তুমি বল যে, 'এ আমি করেছি।' তখন চার্জ হয়। আমি ও বলি যে এ আমি করেছি কিন্তু নাটকীয় ভাবে বলি আর তুমি সত্যিকরে বল।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আমি করেছি, আমিই কর্তা এমন আমার কখনো মনে হয় না।

দাদাশ্রী : তো তুমি কে ?

প্রশ্নকর্তা : তার সন্ধানে আছি।

দাদাশ্রী : তাহলে ফের তুমি নিজেই কর্তা। এখন তো তোমার 'আমি করেছি' তার দায়িত্ব মনে হয়। কিন্তু যখন তোমার আত্মসাক্ষাৎকার হয়ে যাবে ফের তোমার দায়িত্ব নেই। তুমি মানো বা না মানো কিন্তু সাক্ষাৎকার কর নি

সেখান পর্যন্ত দায়িত্ব তোমারই।

কেবল আত্মাই জানতে হবে। আত্মার জ্ঞান না হয় সেখান পর্যন্ত সব অবাস্তব মনে হবে আর আত্মার জ্ঞান হয়ে যায় তো অবাস্তব সব চলে যাবে। এই সমস্ত বোঝা অবাস্তবতার জন্য। আত্মসাক্ষাৎকার হয়ে যায় কি সমস্ত পাজল সমাধান হয়ে যায়। When this puzzle ends, then no puzzle and there is the soul (যখন এই ধাঁধা সমাধান হয়ে যাবে, তখন অন্য কোন ধাঁধা থাকবে না আর সেখানেই আত্মা)।

প্রশ্নকর্তা : আপনি ধাঁধার অন্ত বলে দিয়েছেন তো এই ধাঁধার আদি কোথা থেকে।

দাদাশ্রী : There is no beginning and no ends of this puzzle. Where there is a beginning, there is a end ! (এই ধাঁধার না কোন শুরু আছে, না কোন অন্ত আছে। যেখানে শুরু থাকে, সেখানে অন্ত থাকে।)

প্রশ্নকর্তা : তো কে করায় ?

দাদাশ্রী : সে এক শক্তি। এক বড় কম্প্যুটারের মত। যাকে শাস্ত্রের ভাষায় সমষ্টি বলা হয়। কোন এক জনের নিজের কম্প্যুটার হয়, ও ব্যষ্টি রূপ আর সব জীবের সংযুক্ত কম্প্যুটার সমষ্টি রূপ। এর থেকেই সব ব্যবহার চলে আসছে। একে আমরা সাইন্টিফিক সারকামস্টেন্সিয়েল এভিডেন্স (ব্যবস্থিত শক্তি) বলি। যে প্রত্যেক দিন সূর্য্য, চন্দ্র, তারা সবাই কে ব্যবস্থিত রাখে।

প্রশ্নকর্তা : যে শক্তি চালায়, ও কোথা থেকে আসে ?

দাদাশ্রী : ও প্রাকৃতিক শক্তি, ভগবানের শক্তি নয়। এ বহুত বড় কথা, বুঝতে পারা যায় এমন কথা নয়। এই যে এটম বম্ব বানিয়েছে, ও অনু থেকে বানিয়েছে, তো অনুতে কত শক্তি আছে ?

প্রশ্নকর্তা : অনেক শক্তি আছে।

দাদাশ্রী : এমন শক্তি। অনেক শক্তিশালীরা এই ভগবান কে দুঃখ দিয়েছে। ভগবানের শক্তি এর থেকে ও বেশী। ফের ভগবান নিজের শক্তি দিয়ে পার হয়।

প্রশ্নকর্তা : ভগবানের শক্তির উপর এ কোন শক্তি ?

দাদাশ্রী : কার ? উপরে কোন শক্তি নেই। ভগবানের শক্তি অনেক বেশী, সব থেকে বেশী। আর যে অনাত্মা (পুদ্‌গল) আছে, তার ও শক্তি অনেক হয়।

প্রশ্নকর্তা : এই শক্তি ভগবানের থেকেও উপরে ?

দাদাশ্রী : না, ভগবানের কোন *উপরী* (মালিক) নেই। কিন্তু সেই (অনাত্মার) শক্তি বহুত রাক্ষসী শক্তি, সেই শক্তিতে তো ভগবান নিজেই বাঁধা পরে আছেন। এখন ভগবান ছাড়া পেতে চায়, কিন্তু সে ছাড়াতে পারে না। ফের এর রাস্তা কি বলেছে যে, যে মুক্ত হয়ে গেছে, তার সাহায্যে মুক্ত হতে পারবে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু যে মুক্ত হয়েছে, তাকে কে মুক্ত করেছে ?

দাদাশ্রী : ও সময় করেছে। তার সময় হয়ে গেছে সেইজন্য মুক্ত হয়ে গেছে। সব জীবের সময় আসবে তখন মুক্ত হয়ে যাবে। এই সংসার জেল (কারাগার)। ভগবান সংসার রুপী কারাগারে আছেন, সময় পুরো হয়ে যায় তো মুক্ত হয়ে যাবেন। কিন্তু সময় পুরো হওয়ার আগে, তাঁর মুক্তপুরুষের (যে সাংসারিক, বিনাশী বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন) দর্শন হয়ে যাবে আর সেখান থেকে মুক্তি হয়ে যাবে। এতে মুক্তপুরুষ নিমিত্ত। এই নিমিত্ত দ্বারা সে মুক্ত হয়ে যায়।

তো জগতের কর্তা, আছে কি নেই ?

এই জগতের কর্তা কেউ হয় ই না। আর কর্তার বিনা দুনিয়া হয় নি।

এই জগত কে বানিয়েছেন ?

প্রশ্নকর্তা : আমি জানি না। সেটাই জানার চেষ্টা করছি।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সবাই জানার চেষ্টা করে, কিন্তু কেউ জানে না । The world is the puzzle itself. ভগবান এই পাঁজল করেন নি । ভগবান তো পরমানন্দী আর পরম জ্যোতিস্বরূপ ।

প্রশ্নকর্তা : তো নিজেই পাঁজল করেছে ?

দাদাশ্রী : না, নিজে কি পাঁজল করবে ? এই জগতের কোন ক্রিয়েটর নেই । এই জগতের কর্তা কেউ নেই । ভগবান ও কর্তা নয় আর আপনি ও কর্তা নন আর বিনা কর্তা এই জগত সৃষ্টি ও হয় নি । আমি বিরোধাভাসী কথা বলেছি কি ? কিন্তু এ বোঝার মত কথা । 'কর্তা নেই' অর্থাৎ কোন স্বতন্ত্র কর্তা নেই । আর 'কর্তা আছে' সে নৈমিত্তিক কর্তা ।

স্বয়ং কর্তা হত তো মোক্ষে যেত না, ছাড়া পাবে ই না । নৈমিত্তিক কর্তা, সেইজন্য ছাড়া পেয়ে যায় । স্বতন্ত্র কর্তা হত তো সে জগতের মালিক হয়ে যেত যে, 'আমি এই জগত বানিয়েছি, তো আমি মালিক ।' কিন্তু কারো পায়খানায় যাওয়ার ও নিজের শক্তি নেই, তো মালিক কোথা থেকে হয়ে গেছে ?! কোন মালিক নেই । নৈমিত্তিক কর্তা কাকে বলা হয় যে এই ডাক্তারের ধাক্কা তোমার লেগে যায় আর তোমার ধাক্কা এই ভাইয়ের লেগে যায় আর এই ভাই পড়ে যায় । ওর পা ভেঙ্গে যায়, তো এই ভাই তোমাকে বলবে, 'তুমি আমার পা ভেঙ্গে দিয়েছ ।' কিন্তু তুমি জান, তোমাকে এই ডাক্তারের ধাক্কা লেগেছিল । এতে তোমার কোন ইচ্ছা ছিল না, দায়িত্ব নেই । এমনই এ নৈমিত্তিক কর্তা । কর্তা তো আছে কিন্তু নৈমিত্তিক কর্তা । The world is the puzzle itself, God has not puzzled this world at all . Only Scientific Circumstantial evidence আছে ।

তুমি সমুদ্রের তীর দেখেছ ? সমুদ্রের তীরে একটু দূরে তোমার বাড়ি, বাড়ির কম্পাউন্ডে (প্রাঙ্গন) তুমি দুটো লোহার ডান্ডা রেখেছ । বারো মাস পরে তুমি আসলে, তো লোহাতে কিছু হয়ে যাবে ? ওতে রাস্ট (মরচে) কে করল ? সমুদ্র করেছে ? নোনতা হওয়া করেছে ? লোহার ইচ্ছা আছে ? নোনতা হাওয়া বলবে যে আমার ইচ্ছা নেই । আমি তো এমন কিছু করি নি । সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা করি তো, ও তো স্বয়ং নিজের ক্ষেত্রে রমণ করছে । লোহার ভুল কি ? লোহাকে অন্য জায়গায় রাখবে তো কিছু হবে না । তো ব্যাপার টা কি ? মাত্র সাইন্টিফিক্

সারকাম্স্টেনশিয়েল এভিডেন্স। এখানে ভগবান কিছু করেনই না , ভগবান কি করেন ? ভগবান তো, তোমাকে প্রকাশ দেয়। সে চোরকেও প্রকাশ দেয় আর পুলিসকেও প্রকাশ দেয়। ভগবান কি বলেন, তুমি যা কর সে তোমার নিজের দায়িত্বে কর, আমি তো প্রকাশ দিই।'

প্রশ্নকর্তা : এই সাইন্টিফিক সারকাম্স্টেনশিয়েল এভিডেন্স, ও কিভাবে হয়েছে ? ওকে কে তৈয়ার করেছে ?

দাদাশ্রী : কেউ তৈয়ার করার নেই। ও নিজে নিজেই হয়ে যায়। ও কম্প্যুটারের মত চলে। পূর্ব জন্মের কর্ম, তা ফিড হয়েছে আর এখন যা ফল আসছে ও কম্প্যুটারের মত শক্তি সে ফল দেয়। যাকে 'ব্যবস্থিত' শক্তি বলা হয়। যাকে শাস্ত্রকার 'সমষ্টি' বলেছেন। ইংরেজিতে তাকে Scientific Circumstantial evidence (সাইন্টিফিক সারকাম্স্টেনশিয়েল এভিডেন্স) বলে।

জয় সচ্চিদানন্দ।

নয় কলম

1. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহং কে কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ না দিই, দুঃখ না দেওয়াই অথবা দুঃখ দেওয়ার প্রতি অনুমোদন না করি, এমন পরম শক্তি দিন।
   আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহং কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ না পায় এমন স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার, আর স্যাদবাদ মনন করার পরম শক্তি দিন

2. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন ধর্মের মান্যতাকে কিঞ্চিৎমাত্রও আঘাত না করি, আঘাত না করাই অথবা আঘাত করার প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন।
   আমাকে কোনো ধর্মের মান্যতার প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও আঘাত না পৌঁছায় এমন স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার, আর স্যাদবাদ মনন করার পরম শক্তি দিন।

3. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী উপদেশক, সাধু-সাধ্বী বা আচার্যর অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার পরম শক্তি দিন।

4. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও অভাব, তিরস্কার কখনও না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।

5. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার সাথে কখনো কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা না বলার, না বলানোর বা বলার প্রতি অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।
   কেউ কঠোর ভাষা , তন্তীলী ভাষা বললে আমাকে মৃদু ঋজু ভাষা বলার শক্তি দিন।

6. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি স্ত্রী, পুরুষ অথবা নপুংসক, যে কোন লিঙ্গধারী হোক না কেন, তার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্রও বিষয়-বিকার সম্বন্ধী দোষ, ইচ্ছা, চেষ্টা বা বিচার সম্বন্ধী দোষ না করার , না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না রার পরম শক্তি দিন ।
আমাকে নিরন্তর নির্বিকার থাকার পরম শক্তি দিন ।

7. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন প্রকার রসের প্রতি লুব্ধতা না হয় এমন শক্তি দিন । সমরসী আহার নেবার পরম শক্তি দিন ।

8. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ, জীবন্ত অথবা মৃত কারোর প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন ।

9. হে দাদা ভগবান ! আমাকে জগৎ কল্যাণ করার নিমিত্ত হওয়ার পরম শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন ।

(এই সমস্ত তোমাকে দাদা ভগবানের কাছে চাইতে হবে । এ শুধুমাত্র প্রতিদিন যন্ত্রবত পড়ার জিনিস নয়, হৃদয়ে রাখার জিনিস । এটা প্রতিদিন উপযোগপূর্বক ভাবনা করার জিনিস । এইটুকু পাঠে সমস্ত শাস্ত্রের সার এসে যায় ।)

* * *

শুদ্ধাত্মার প্রতি প্রার্থনা

(প্রতিদিন একবার বলবে)

হে অন্তর্যামী পরমাত্মা ! আপনি প্রত্যেক জীবমাত্রে বিরাজমান, সেভাবে আমার মধ্যেও বিরাজমান । আপনার স্বরূপেই আমার স্বরূপ । আমার স্বরূপ শুদ্ধাত্মা ।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আমি আপনাকে অভেদ ভাবে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি ।

অজ্ঞানতাবশে আমি যে যে *** দোষ করেছি, সেইসব দোষ আপনার সমক্ষে প্রকাশ করছি । তার হৃদয়পূর্বক খুব পশ্চাতাপ করছি । আর আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি । হে প্রভু ! আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আর আবার যেন এমন দোষ না করি, এমন আপনি আমাকে শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন ।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আপনি এমন কৃপা করুন যেন আমার ভেদভাব ছেড়ে যায় আর অভেদভাব প্রাপ্ত হয় । আমি আপনাতে অভেদ স্বরূপে তন্ময়াকার থাকি ।

*** যে যে দোষ হয়েছে , সেসব মনে প্রকাশ করবে ।

প্রতিক্রমণ বিধি

প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানের সাক্ষীতে, দেহধারী * এর মন-বচন-কায়ার যোগ, ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নৌকর্ম থেকে ভিন্ন এমন হে শুদ্ধাত্মা ভগবান, আজকের দিন পর্যন্ত যে যে ** দোষ হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাইছি, পশ্চাতাপ করছি যে আবার এমন দোষ কখনো করবো না, এমন দৃঢ় নিশ্চয় করছি । আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন । আলোচনা-প্রতিক্রমণ-প্রত্যাখান করছি । হে দাদা ভগবান ! আমাকে এমন কোন দোষ না করার জন্য শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন ।

* যার প্রতি দোষ হয়েছে সেই ব্যক্তির নাম ।

** যে দোষ হয়েছে তা মনে করবে (তুমি শুদ্ধাত্মা আর যে দোষ করেছে তাকে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে, চন্দুলাল কে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে ।)

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ

১. আত্ম-সাক্ষাৎকার
২. এড্‌জাস্ট এভরিহোয়্যার
৩. সংঘাত পরিহার
৪. চিন্তা
৫. ক্রোধ
৬. আমি কে ?
৭. মৃত্যু
৮. ত্রিমন্ত্র
৯. দান
১০. ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর
১১. সেবা-পরোপকার
১২. ভুগছে যে তার ভুল
১৩. মানব ধর্ম
১৪. যা হয়েছে তাই ন্যায়
১৫. দাদা ভগবান কে ?
১৬. প্রতিক্রমণ
১৭. জগত কর্তা কে ?
১৮. কর্মের সিদ্ধান্ত

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তকসমূহ

1. Self Realization
২. Tri Mantra
3. Noble Use of Money
4. Pratikraman (Full Version)
5. Truth and Untruth
6. Generation Gap
7. Science of Money
8. Non-Violence
9. Avoid Clashes
10. Warries
12. Who am I
14. Anger
15. Adjust Everywhere
16. Aptavani -1,2,4,5,6,8 and 9
17. Harmony in Marriage
18. The Practice of Huminity
19. Life Without Conflict
20. Death : Before, During and After
21. Spirituality in Speech
22. The Flowless Vision
23. Shri Simandhar Swami
24. The Science of Karma
25. Brahmacharya : Celibacy
26. Fault is of the Sufferer
28. Guru and Disciple
30. The essence of religion
31. Pratikraman

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে।
* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি,গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০,
E-mail :`info@dadabhagwan.org

সম্পর্ক সূত্র
দাদা ভগবান পরিবার

অড়ালজ : ত্রিমন্দির, সীমন্ধর সীটি, আহমদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জি.-গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯)৩৯৮৩০১০০, ৯৩২৮৬৬১১৬৬/৭৭
E-mail : info@dadabhagwan.org

মুম্বাই : ত্রিমন্দির, ঋষিবন, কাজুপাড়া, বোরিভলি (E)
ফোন :৯৩২৩৫২৮৯০১

দিল্লী	:	৯৮১০০৯৮৫৬৪	বেঙ্গলুরু	:	৯৫৯০৯৭৯০৯৯
কোলকাতা	:	৯৮৩০০৮০৮২০	হায়দ্রাবাদ	:	৯৮৮৫০৫৮৭৭১
চেন্নাই	:	৭২০০৭৪০০০০	পুনে	:	৭২১৮৪৭৩৪৬৮
জয়পুর	:	৮৮৯০৩৫৭৯৯০	জলন্ধর	:	৯৮১৪০৬৩০৪৩
ভোপাল	:	৬৩৫৪৬০২৩৯৯	চন্ডীগড়	:	৯৭৮০৭৩২২৩৭
ইন্দৌর	:	৬৩৫৪৬০২৪০০	কানপুর	:	৯৪৫২৫২৫৯৮১
রায়পুর	:	৯৩২৯৬৪৪৪৩৩	সাঙ্গলী	:	৯৪২৩৮৭০৭৯৮
পাটনা	:	৭৩৫২৭২৩১৩২	ভুবনেশ্বর	:	৮৭৬৩০৭৩১১১
অমরাবতী	:	৯৪২২৯১৫০৬৪	বারাণসী	:	৯৭৯৫২২৮৫৪১

U. S. A : **DBVI Tel.** +1 877-505-DADA (3232)
Email : info@us.dadabhagwan.org

U.K. : +44 330-111-DADA (3232)

Kenya : +254 722 722 063

UAE : +971 557316937

Dubai :` +971 5013644530

Australia : +61 421127947

New Zealand : + 64 21 0376434

Singapore : +65 81129229

Website : www.dadabhagwan.org

জগত কর্তা কে ?

এই জগতের কোন ক্রিয়েটর নেই। এই জগতের কোন কর্তা হয়ই না। ভগবান ও কর্তা নয় আর আপনি ও কর্তা নন আর কর্তা বিনা এই জগত সৃষ্টি হয় ও নি। আমি বিরোধাভাসী বলেছি কি ? কিন্তু এ বোঝার মত কথা। 'কর্তা নেই' অর্থাৎ কোন স্বতন্ত্র কর্তা নেই। আর 'কর্তা আছে' সে নৈমিত্তিক কর্তা।

-দাদাশ্রী

dadabhagwan.org

9 788194 936329
Printed in India
Price ₹25